

হাদিসের দর্পণে

একালের চিত্র



ইউসুফ লুথিয়ানভী রহ.

10/10/10

হাদিসের দর্পণে একালের চিত্র

মূল:

ইউসুফ লুখিয়ানভী রহ.

অনুবাদ:

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল হাসান

শিক্ষক, জামিয়া রশীদিয়া আরাবিয়া- ঢাকা

সম্পাদনা:

হাসান মাহমুদ

কেয়ামতের আলামত বিষয়ক এক অন্যবদ্য সংকলন
হাদিসের দর্পণে একালের চিত্র

ইউসুফ লুথিয়ানভী রহ.



হাদিসের দর্পণে একালের চিত্র

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

রজব ১৪৪০ হিজরি / মার্চ ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

পরিবেশক

মাকতাবাতুন নূর

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

০১৮৫৭-১৮৯১৪৪, ০১৯৭১-৯৬০০৭১

অনলাইন পরিবেশক

wafilife.com

ruhamashop.com

rokomari.com

প্রকাশক

ইবনে মুশাররফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

শব্দতরু কম্পোজিং এন্ড প্রিন্টিং

মূল্য : ১১৬ ট



+৮৮ ০১৮৬৬ ০৫১১৪০

Picture of present time in the mirror of hadith

A Compilation of Yousuf Ludhyanvi Rh.

Published by Shobdotaru

shobdotaru@gmail.com

www.facebook.com/sobdotaru.bd

প্রকাশকের কথা

হাদিসের দর্পণে একালের চিত্র এ পুস্তিকাটি আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. এর লিখিত আসরে হাজির হাদিসে নববী কী আয়েনে মের সরল অনুবাদ। আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. সমকালিন সেরা মুহাক্কিক-গবেষক-আলেমদের মধ্যে বরিত হতেন স্বমহিমায়। সমকালিন যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধানে তাঁর রচিত আপ কী মাসাইল ফিকহের এনসাইক্লোপিডিয়ার মর্যাদা পাবার যোগ্য।

ইলমের অঙ্গনের এ দক্ষ সাধক উম্মাহর কল্যাণেও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছেন। খতমে নবুয়ত আন্দোলন ও শিয়া ফিৎনা নির্মূলে তাঁর ত্যাগ অনস্বীকার্য।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় তিনি মুসলিম উম্মাহর সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখনিঃসৃত দরদি নির্দেশনা সংবলিত ছিয়ানব্বইটি মহামূল্যবান হাদিসের সরল আলোচনা করেছেন। বাড়তি কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি যান নি। কারণ এতে মূল বিষয়ে ফোকাস কম পড়ে।

পুস্তিকাটির গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা আন্দাজ করার জন্য বলছি, ১৪০৫ হিজরী সনে এটি প্রকাশ হবার কিছু দিনের মধ্যেই এর লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়।

এরই মধ্যে সময় আরো গড়িয়েছে। আমরাও ক্রমশ ফিৎনার গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি। বহমান এই সময়ে ফিৎনার রাহ্‌গ্রাস থেকে বাঁচতে তাই হাদিসে নববীর স্বচ্ছ দর্পণে নিজেদের দাঁড় করিয়ে ফিৎনার কালো দাগগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করায় মনোযোগী হওয়ার বিকল্প নেই।

আর এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই শব্দতরুর এই প্রয়াস। মহান আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। আমিন।

- ইবনে মুশাররফ

মুখবন্ধ

আপনি বর্তমান যুগকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও বস্তুগত দৃষ্টিকোন থেকে অনেক অনেক উন্নত বলতে পারেন; কিন্তু নৈতিকতা, আত্মিক পরিপক্বতায় এবং ঈমানী সম্পদের বিবেচনায় মানবতার জঘন্যতম যুগ এটা। প্রতারণা, শঠতা, ঠকবাজি, ইতরামি, নষ্টামি, কুফর ও নিফাকের যে ঘূর্ণিঝড় আমাদের চারপাশে বয়ে যাচ্ছে তা মানবতার অস্তিত্বই চরম হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। পৃথিবীতে যাদের পাঠানো হয়েছিল আরশ অধিপতির প্রতিনিধিরূপে তাদেরই ফেতনার তাগবে আজ ভূ-মণ্ডল প্রকম্পিত হচ্ছে। নভোমণ্ডল কেঁপে উঠছে; জল-স্থল, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখি বৃক্ষ-লতাও যেন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে। মানবতা আজ মুমূর্ষু অবস্থার সম্মুখীন। মানবতার স্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। মরণাপন্ন রোগীর মতো ক্ষণে ক্ষণে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। সার্বিক অবস্থা দেখে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের এ ভাবনা প্রবল হয়ে উঠছে যে, সম্ভবত জগৎসংসার গুটানোর সময় ঘনিয়ে আসছে। এই পুস্তিকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস ভান্ডারের এমন একটি দর্পণ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে এই সময়ের সকল অসঙ্গতির সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠবে। আলেম, ইমাম, খতিব, বক্তা, দাঈ, শাসক, জনতা সবার সংশোধনযোগ্য বিষয়গুলো এতে চিত্রিত হয়েছে। কোনো বিশেষ শ্রেণির ভুল ধরার জন্যে এটা সংকলন করা হয়নি। অভিপ্রায় শুধু এতটুকু যে, আমরা প্রত্যেকেই যেন এ আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে শোধরানোর চেষ্টা করতে পারি। মাসিক বাইয়্যিনাতে সিরিজ আকারে এ বিষয়টি শুরু করা হয়েছিল।

উল্লিখিত ভূমিকাটি ছিল প্রথম কিস্তিরই অংশ। ইচ্ছে ছিল পরে সুযোগ হলে আরো অনুসন্ধান করে বিষয়টি পরিপূর্ণ করবো এবং গ্রন্থের রূপ দান করবো। কিন্তু সে সুযোগ আর হচ্ছিল না। ওদিকে আবার বন্ধুদের

জোর তাগাদা ছিল, যে কোনো ভাবেই হোক এম্মুণি একে বই আকারে
ছাপাতে হবে। পরবর্তীতে কখনো তাওফিক হলে এ সংক্রান্ত আরো
হাদিস সংযুক্ত করে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করা যাবে। আল্লাহ তাআলা
যেন এই প্রয়াস কবুল করে নেন এবং উম্মাহকে সকল ফিতনা থেকে
হেফাজত করেন। আমিন। তিনিই তাওফিকদাতা।

মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানভী

১৫/১০/১৪০৫ হিজরী

সূচিপত্র

কখন ধ্বংস অনিবার্য	১৩
ধোঁকা প্রতারণার দৌরাত্মা এবং অযোগ্যদের নেতৃত্ব	১৩
ক্বারীদের প্রাচুর্য	১৪
গুনাহগার ও বুদ্ধিমানের পরিচয়	১৫
মানবতার মৃত্যু	১৫
নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ	১৬
কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত চাঁদের আকৃতি বড় দেখা	১৬
কেয়ামতের বিশেষ কিছু আলামত	১৭
ভাড়া করা সাক্ষী এবং পয়সার বিনিময়ে শপথ	১৭
দীনের জন্য ত্যাগ	১৮
নেককারদের থেকে বঞ্চিত থাকার ক্ষতি	১৮
মূর্থ আবেদ ও ফাসেক ক্বারী	১৯
মসজিদে বসে অহংকার করা	১৯
দুটি জাহান্নামি দল	২০
মুসলিম বিশ্বের পতন ও তার কারণ	২০
অযোগ্য উম্মত	২১
দাজ্জালি ফেতনা এবং নতুন-নতুন মতবাদ	২২
অসৎ আলেমদের ফিৎনা	২৩
হকের ওপর অটল-অবিচল এক জামাত	২৪
উলামায়ে হক্কানী ও উলামায়ে সূ এর পরিচয়	২৪
যমানা বৃদ্ধ হয়ে যাবে	২৫
দুনিয়ার জন্য দীন বিক্রি	২৬
কেয়ামত কবে হবে?	২৭
সমকামিতা	২৭
নাচ-গানের কনসার্ট বানর ও শুকরের মিলনমেলা	২৮
হারাম জিনিস খাওয়ার বাহানা	২৯
শিল্প-সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি	২৯

নির্লজ্জতার পরিণাম	৩০
মতপার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতা	৩১
তিনটি অপরাধের তিনটি সাজা	৩২
কেয়ামতের স্পষ্ট আলামতসমূহ	৩২
এ জীবনের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়	৩৫
রাজতন্ত্র, অত্যাচার ও স্বৈচ্ছাচারিতার যুগ	৩৬
হালাল হারামের বাহবিচার ওঠে যাবে	৩৬
সুদখোরদের যুগ	৩৭
জালেম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের তিন স্তর	৩৭
দুআ কবুল না হওয়া	৩৮
আল্লাহর নিরাপত্তা ওঠে যাবে	৩৯
আল্লাহ তাআলার অসম্ভুষ্টি	৪০
পেট আর পকেটের যুগ	৪০
বাহিরে বন্ধুত্ব ভিতরে দুশমনি	৪১
সম্পদের ফিৎনা	৪১
আত্মসত্তারিতা ও দাস্তিকতা	৪২
বর্তমান সময়ের প্রকৃত রূপ এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ৭২টি	
আলামত	৪৩
নারী ও ব্যবসা-বাণিজ্য	৪৮
আকাশছোঁয়া ভবন নির্মাণে প্রতিযোগিতা	৪৮
মুসলিম উম্মাহর পতনের আলামত	৪৯
আরবের ধ্বংস	৫০
সর্বগ্রাসী এক ফিৎনা	৫০
শেষ যমানার সবচেয়ে বড় ফিৎনা	৫১
ক্বিরাআত সৌন্দর্যের ফিৎনা	৫১
আল্লাহর শাস্তির কারণ	৫২
ফিৎনা ফাসাদের যুগ	৫৩
ফিৎনা-ফাসাদের যুগে ইবাদতের প্রতিদান	৫৩
কল্যাণ থেকে বঞ্চিত মানুষের সমাগম	৫৪
জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন	৫৪
আল্লাহর লানত ও গজবে দিনযাপন	৫৫

অবস্থা ক্রমে গুরুতর হবে	৫৫
এমনও কি হবে!	৫৬
নারীদের আনুগত্য	৫৭
জাকাতকে ট্যাক্স মনে করা হবে	৫৮
মসজিদের অবমাননা	৫৯
মূর্থ মুফতি	৫৯
উলামা ও শাসকশ্রেণি	৬০
দীনি বিষয়কে পরিবর্তন করে দেয়া হবে	৬০
ধর্মের মূল কারণ	৬১
ইহুদী-খ্রিষ্টানদের অনুকরণ	৬২
ব্যাপক খুনোখুনি	৬২
ভয়াবহ খারাপ যুগ	৬৩
ধ্বংসাত্মক গুনাহের দুঃসাহস	৬৪
বিরামহীন ফিৎনা	৬৪
আল্লাহর জমিন সংকীর্ণ হয়ে যাবে	৬৬
ফিৎনায় আক্রান্ত অন্তর	৬৭
আমানত বিদায় নেবে	৬৮
মানুষের লেবাসে শয়তান	৬৯
বদ আমলের ফল	৭১
মতবিরোধের কুফল	৭২
শাসকদের ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না করা	৭৩
অযোগ্যদের শাসন	৭৪
ভিতর-বাহির মতানৈক্য	৭৬
দাজ্জালের দল	৭৯
দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করা	৮০
যমানার পরিবর্তন	৮০
কুরআনের মাধ্যমে সংশয় সৃষ্টিকারীদের প্রাদুর্ভাব	৮০
কুরআনী দাওয়াতের মিথ্যা দাবিদার বেরুবে	৮৩
সুন্নাহর অপব্যাখ্যা	৮৩
দীনি বিষয়ে গলদ ব্যক্তিচিত্তার অপপ্রয়োগ	৮৫
নতুন কিছু আবিষ্কারক বনে খ্যাতি অর্জনের লালসা	৮৬

কুরআনের মুহকাম আয়াত বর্জন করে মুতাশাবেহ আয়াতের অনুসরণ	৮৭
উদরপূর্তি ও নির্বুদ্ধিতার ফল সুন্নাহ অস্বীকার	৮৯
দীনি বিষয়ে ঘুষ বিনিময়	৯০
নামাজ পড়ার কারণে লজ্জা দিবে	৯১
সাবধান! কালো খেজাব থেকে	৯১
মসজিদে দুনিয়াবী আলাপচারিতার মজমা হবে	৯২
নির্বোধ লোকের আধিক্য	৯২
সময়ে বরকত পাওয়া যাবে না	৯৩



কখন ধ্বংস অনিবার্য

عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت..... قيل (وفي رواية: قلت)
:أنهلك وفينا الصلحون؟ قال: نعم! اذا كثرت الخبث

‘উম্মুল মুমিনীন হযরত যাইনাব বিনতে জাহাশ রাযি. থেকে বর্ণিত-তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এমতাবস্থায়ও ধ্বংস হয়ে যাবো যখন আমাদের মাঝে সৎলোক বিদ্যমান থাকবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাঁ, যখন গুনাহ অধিক পরিমাণে হতে থাকবে।’



ধোঁকা প্রতারণার দৌরাত্মা এবং অযোগ্যদের নেতৃত্ব

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على
الناس سنوات خداعات . يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق
. ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين . وينطق فيها الرويبضة (قيل
وما الرويبضة . قال الرجل التافه في أمر العامة.

‘হযরত আবু হোরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ এমন অনেক বছরের মুখোমুখি হবে যেগুলো হবে ধোঁকাপূর্ণ। ওই সময় মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা ও খেয়ানতকে আমানত মনে করা হবে এবং আমানতদারকে খেয়ানতকারী ও রুয়াইবিয়া (নীচু প্রকৃতির অযোগ্যরা) মানুষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবে। আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! রুয়াইবিয়া কারা? নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই অযোগ্য, নির্বোধ লোক যারা বৃহত্তর বিষয়ে মন্তব্য করবে।’^২



ক্বারীদের প্রাচুর্য

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم
ويكثر الهرج، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي
لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد زمان يجادل المشرك بالله المؤمن في
مثل ما يقول

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মাঝে এমন একটি সময় আসবে, যখন ক্বারীদের প্রাচুর্য হবে তবে ফকীহদের সংখ্যা কম হবে। ইলমের দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। ফিৎনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে। তারপর একটি সময় আসবে, যখন আমার উম্মতের এমন লোকও কোরআন পড়বে কোরআন যাদের কণ্ঠনালী পার হয় না। (অন্তর দিয়ে কোরআন বুঝা এবং তার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষন থেকে মুক্ত হবে) তারপর আরেকটি সময় এমন আসবে, যখন মুশরিকরা মুমিনের সঙ্গে তাওহীদের দাবি নিয়ে বিবাদ করবে।’^৩

২. ইবনে মাজাহ: ২৯২; কানযুল উম্মাল: ১৪/২১৬

৩. তাবারানী, মুসতাদরাক, কানযুল উম্মাল: ১৪/২১৭

গুনাহগার ও বুদ্ধিমানের পরিচয়

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
: سيأتي على الناس زمان يخيّر الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك
فليختر العجز على الفجور.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন একটি সময় আসবে যে, মানুষ বাধ্য হয়ে যাবে; হয়তো হকের ওপর অবিচলতার কারণে) মোল্লা-মৌলবাদি, ইত্যাদি বলা হবে না হয় পাপকর্মে ভেসে যেতে হবে। সুতরাং যে, এমন যুগ পাবে তার উচিৎ গোনাহের পরিবর্তে ভালোটাকে গ্রহণ করা’।^৪

মানবতার মৃত্যু

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقون كما
ينتقى التمر من أغفاله . فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن
استطتم.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের এমনভাবে বাছাই করা হবে, যেভাবে ভালো খেজুর নিম্নমানের খেজুর থেকে বাছাই করা হয়। ফলে তোমাদের ভালোরা চলে যাবে আর মন্দ লোকগুলো থাকবে। ঐ সময় মরতে পারলে মারা যেও।’^৫

৪. মুসতাদরাকে হাকিম, কানযুল উম্মাল: ১৪/২১৮

৫. ইবনে মাজাহ: ২৯৬



নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ

اخبرنا ابوبكر بن محمد عبد الباقي قال قرئ علي بن ابراهيم بن عيسي الباقي , وانا حاضر قيل له : حدثك ابو بكر بن مالك نا الحسن بن الطيب البلخي نا قتية بن سعيد نا بكر بن مضر نا عبيد الله بن زجر , حدثني سعيد بن سعود عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليت شعري كيف أمتي بعدي حين تتبخر رجالهم وتمرح نسائهم! وليت شعري حين يصيرون صنفين: صنفا ناصبي نحورهم في سبيل الله، وصنفا عمالا لغير الله تعالى.

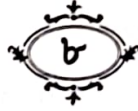
‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি যদি জানতে পারতাম আমার পরে আমার উম্মতের কী অবস্থা হবে!? যখন পুরুষেরা অহংকার করে চলবে এবং নারীরা দম্ব করে ঘুরে বেড়াবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আমি জানতে পারতাম যখন আমার উম্মাত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক শ্রেণী তো আল্লাহর রাস্তায় বুক টান করে দাঁড়াবে। আরেক শ্রেণী, যারা গাইরুল্লাহর জন্যই সব কিছু করবে’।^৬



কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত চাঁদের আকৃতি বড় দেখা

عن أنس بن مالك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجاءة.

‘কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত হলো-সময়ের পূর্বেই চাঁদ দেখা যাবে। এবং (প্রথম তারিখের চাঁদকে বলা হবে) দ্বিতীয় তারিখের চাঁদ। মসজিদকে যাতায়াতের রাস্তা বানানো হবে। আকস্মিক মৃত্যু বেড়ে যাবে।’^৭



কেয়ামতের বিশেষ কিছু আলামত

عن أنس قال: قال رسول الله: من أشرط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن.

‘হয়রত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামতের বিশেষ আলামত হলো-অশ্লিলতা ও নির্লজ্জতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার প্রবণতা বেড়ে যাবে; বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক আর বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে।’^৮



ভাড়া করা সাক্ষী এবং পয়সার বিনিময়ে শপথ

عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لياتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويشهد فيه المرء وأن لم يستشهد ويحلف وأن لم يستحلف ويكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع لا يؤمن بالله ورسوله.

৭. তাবারানী, কানযুল উম্মাল:১৪/২২০, জামেউল ফাওয়ায়েদ:৩/৪৪৩ হাদিস নং ৯৮০৮, প্রকাশনায় উলুমুল কুরআন, বৈরুত

৮. তাবারানী, কানযুল উম্মাল:১৪/২২০

‘হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ এমন এক কালে উপনিত হবে, যখন সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হবে। খেয়ানতকারীকে আমানতদার আর আমানতদারকে খেয়ানতকারী মনে করা হবে। গায়ে পড়ে সাক্ষ্য দিবে, অথবা শপথ করবে। (শপথ ও সাক্ষ্য তলব করা ব্যতীত) নিম্ন শ্রেণির মানুষের সন্তানেরা দুনিয়ার বাহ্যিক বিবেচনায় অধিক সৌভাগ্যবান হবে-যাদের না আছে আল্লাহর ওপর ঈমান না তাঁর নবীর ওপর ঈমান।’^৯



দীনের জন্য ত্যাগ

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر.

‘হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ এমন এক কালে উপনিত হবে, যখন দীনের ওপর অটল-অবিচল থাকা আগুনের অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে।’^{১০}



নেককারদের থেকে বঞ্চিত থাকার ক্ষতি

عَنْ مُرْدَائِسِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَلَا أَوَّلَ ، وَيَبْقَى حُقَالَةٌ مِثْلُ حُقَالَةِ الشَّعِيرِ أَوْ الثَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بِأَلَةٍ.

৯. মাজমাউয় যাওয়ায়েদ: ৭/২৮৩, ফয়জুল কাদীর শরহে জামিউস সগীর: ৫/৩৪৫

১০. তিরমিযী: ২/৫০

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক এক করে নেককারগণ চলে যাবে। যেভাবে বাছাইয়ের পর নিম্ন মানের জব বা খেজুর অবশিষ্ট থাকে, তেমনি অকর্মণ্য লোকগুলো থেকে যাবে। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোনো পরোয়া করেন না।’^{১১}



মূর্থ আবেদ ও ফাসেক ক্বারী

عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان عباد جهال و قراء فسقة

‘হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যামানায় অনেক বে-ঈমান আবেদ এবং আমলহীন ক্বারী বের হবে।’^{১২}



মসজিদে বসে অহংকার করা

عن أنس قال: قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد.

‘হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত কয়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মসজিদে (মসজিদে বসে বা মসজিদ নিয়ে) অহংকার না করবে।’^{১৩}

১১. সহীহ বুখারী: ২/৯৫২

১২. মুসতাদরাকে হাকিম, কানযুল উম্মাল: ১৪/২২২

১৩. ইবনে মাজাহ: ৫৪, নাসাঈ-১/১১২

দুটি জাহান্নামি দল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَمْثَالِ أُسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِجْلَهَا، وَإِنَّ رِجْلَهَا لَتُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি জাহান্নামি দল এমন যাদেরকে আমি দেখিনি। (পরবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে।) একদলের হাতে ষাড়ের লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। যা দ্বারা তারা মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে। আরেকদল এমন নারীদের যারা নামে মাত্র পোশাক পরিধান করবে (যেহেতু পোশাক খুব পাতলা বা সতর ঢাকতে যথেষ্ট নয় এজন্য) বাস্তবে তারা উলঙ্গ। (লোকদের দেহের প্রদর্শনী এবং পোশাকের ফ্যাশন দ্বারা নিজের প্রতি) আকৃষ্টকারী। (নিজেও পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার প্রতি) ধাবিত। তাদের মাথা (ফ্যাশনের কারনে) বুখতি উটের পিঠের কুঁজের মতো। এমন নারী না জান্নাতে প্রবেশ করবে, না জান্নাতের খোশবু তাদের কপালে জুটবে। অথচ জান্নাতের খোশবু দূর দূর থেকেও পাওয়া যাবে।’^{১৪}

মুসলিম বিশ্বের পতন ও তার কারণ

عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل ومن قلة نحن

১৪. সহীহ মুসলিম: ২/২০৫

يومئذ؟ قال « بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء (ما يحمله السيل من
وسخ) كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن » فقال قائل يا رسول الله وما الوهن ؟
قال « حب الدنيا وكراهية الموت. »

‘হযরত ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেন, সে সময় অতি নিকটে যখন কাফেররা তোমাদের নিঃশেষ
করে দেয়ার জন্যে (সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র করবে) এবং একে অপরকে
এমনভাবে আত্মহীন করবে যেভাবে দস্তারখানে সুস্বাদু খানার প্রতি একে
অপরকে আত্মহীন করা হয়।

কেউ আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সংখ্যায় কম হওয়ার
কারণে এ অবস্থা হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
করেন, না; বরং তোমরা ঐ সময়ে সংখ্যায় অনেক হবে। তবে তোমরা
শ্রোতের আবর্জনার মতো অকাজের হবে। আর তোমাদের শত্রুর অন্তর
থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে
ঢেলে দেবেন কাপুরুষতা। কেউ আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল!
কাপুরুষতা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? নবী স. ইরশাদ করেন, দুনিয়ার মুহাব্বত
এবং মৃত্যুর ভয়ই হলো কাপুরুষতা।’^{১৫}



অযোগ্য উম্মত

عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما
من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون

ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدكم بیده فهو مؤمن
ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل.

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পূর্বে যে নবীকেই আল্লাহ
তাআলা তাঁর উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন; নবীর জন্য সেই উম্মতের
মাঝে কিছু খালেস-নিষ্ঠাবান সঙ্গী ছিল।

যারা নবীর আদর্শের অনুসরণ-অনুকরণ করতো এবং তাঁর নির্দেশ যথ
যথ পালন করতো। তারপর এমন একটি প্রজন্ম আসে তারা যা বলে
তা করে না এবং যা আদেশ করা হয় তার বিপরীত করে। (এমনিভাবে
এই উম্মতের মাঝেও এমন একটি প্রজন্ম আসবে যারা ইসলামের
নাম নিবে ঠিক; কিন্তু কাজ তার বিপরীত করবে।) সুতরাং যে ব্যক্তি
(সক্ষমতার শর্তে) হাতের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে
মুমিন। জবানের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন।
এবং যারা তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে (অর্থাৎ তাদের
মন্দকাজ কে অন্তত অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে) সেও (দুর্বল) মুমিন। এস্তরের
নিচে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই।”^{১৬}



দাজ্জালি ফেতনা এবং নতুন-নতুন মতবাদ

عن مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم
ولا يفتنونكم.

১৬. সহীহ মুসলিম শরীফ: ১/৫৬

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যমানায় অনেক মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ লোকের আগমন হবে যারা তোমাদের সামনে (ইসলামের নামে নতুন নতুন মতবাদ এবং) নতুন নতুন কথা পেশ করবে যা না তোমরা শুনেছো না তোমাদের বাপ-দাদারা শুনেছে। এদের ব্যাপারে সাবধান থেকো! এদের থেকে দূরে থেকো! তারা যেন তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিৎনায় পতিত করতে না পারে।”^{১৭}



অসৎ আলেমদের ফিৎনা

عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علمائهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود.

‘হযরত আলী রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যে সময় শুধু ইসলামের নাম বাকি থাকবে এবং কোরআনের শুধু শব্দ বাকি থাকবে; মসজিদগুলো খুব জাঁকজমকপূর্ণ হবে তবে হেদায়াত ও কল্যাণশূন্য হবে। নীল আসমানের নীচে বসবাসকারী সকল মাখলুক থেকে নিকৃষ্ট হবে তাদের আলেমগণ। তাদের থেকেই ফিৎনার উদ্ভব হবে এবং তাদের নিকটেই তা পুনঃপ্রায় ফিরে যাবে। (অর্থাৎ তারাই ফিৎনার বাণী হবে এবং তারাই হবে তার নিয়ন্তা।)”^{১৮}

১৭. সহীহ মুসলিম: ১/১০

১৮. মিশকাত শরীফ: ৩৮

হকের ওপর অটল-অবিচল এক জামাত

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم مَنْ خَذَلهم ولا مَنْ خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.

‘হযরত মুয়াবিয়া রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের একটি জামাত সর্বদা হকের ওপর অটল-অবিচল থাকবে। কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। না তাদের সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া কেউ, না তাদের বিরোধী কেউ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ওয়াদা (কিয়ামাত) এসে যাবে এবং তাঁরা হকের ওপর অটল-অবিচল থাকবে।’^{১৯}

উলামায়ে হক্কানী ও উলামায়ে সূ এর পরিচয়

عن أنس رضي الله عنه - رفعه - العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان ويدخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان ودخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم وفي رواية: واجتنبوهم.

‘হযরত আনাস রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, উলামায়ে কেলাম আল্লাহ তাআলার বান্দাদের প্রতি রাসূলদের পক্ষ থেকে বিশ্বস্ত দূত। (দীন হেফাজতকারী) তবে শর্ত হলো-শাসকবর্গের সংঙ্গে মিলে-মিশে একাকার না হতে হবে (এবং দীন উপেক্ষা করে)

১৯. বুখারী, মুসলিম, মেশকাত শরীফ: ৫৮৩

দুনিয়ায় মজে যেতে না হবে। আর যদি তারা শাসকবর্গের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায় এবং দুনিয়ায় ভোগে জড়িয়ে যায়; তাহলে তারা রাসূলদের সঙ্গে খেয়ানতকারী বলে গণ্য হবে। সুতরাং সাবধান! তাদের থেকে বেঁচে থাকো। তাদের থেকে পৃথক থাকো।”^{২০}



যমানা বৃদ্ধ হয়ে যাবে

عن أبي موسى رضي الله عنه - رفعه - لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا، ويكون الإسلام غريبا، حتى تبدو الشحناء بين الناس، وحتى يقبض العلم، ويهرم الزمان، وينقص عمر البشر، وتنقص السنون والشرات، ويؤتمن التهماء ويتهم الأمناء، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى تبنى الغرف فتطاول، وحتى تحزن ذوات الأولاد وتفرح العواقر، ويظهر البغي والحسد والشح ويهلك الناس ويتبع الهوى ويقضى بالظن، ويكثر المطر ويقل الثمر، ويغيض العلم غيضا، ويفيض الجهل فيضا، ويكون الولد غيظا والشتاء قيظا، وحتى يجهر بالفحشاء، وتزوى الأرض زيا، ويقوم الخطباء بالكذب فيجعلون حقي لشرار أمتي، فمن صدقهم بذلك ورضي به لم يرح رائحة الجنة.

‘হযরত আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কিতাবুল্লাহর ওপর আমল করাকে লজ্জার মনে না করা হবে। ইসলাম অপরিচিত হয়ে যাবে। হিংসা-বিদ্বেষ ব্যাপকতা লাভ করবে। ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। যমানা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। মানুষের আয়ু কমে যাবে। অনির্ভরযোগ্য লোকদেরকে বিশ্বস্ত এবং আমানতদার লোকদেরকে

অবিশ্বস্ত মনে করা হবে। ঝগড়া-বিবাদ এবং হত্যা ব্যাপকতা লাভ করবে। উঁচু উঁচু ভবন নির্মান করে গর্ববোধ করা হবে। একাধিক সন্তানের জননী পেরেশান হবে, পক্ষান্তরে নিঃসন্তান নারীরা খুশি থাকবে। অন্যায়-অবিচার, হিংসা-বিদ্বেষ ও লোভ-লালসার ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। মিথ্যার ছড়াছড়ি হবে, সততা কমে যাবে; এমনকি মানুষের মাঝে কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। নিজের মনের কামনা-বাসনার অনুসরণ করবে। ধারণার ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা করবে। প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও ফল-ফলাদি ও শস্য কম হবে। ইলম কমে যাবে, মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে। সন্তান পেরেশানি ও রাগের কারণ হবে। শীতকালে গরম হবে। অশ্লীলতার খোলামেলা চর্চা হবে। জমিন সঙ্কচিত হয়ে যাবে। বক্তা মিথ্যা বলবে। এমনকি তারা আমার হককে উম্মতের নিকৃষ্ট লোকদের জন্য নির্বচন করবে। সুতরাং তাদেরকে যারা এ বিষয়ে সত্যায়ন করবে এবং এর সঙ্গে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।^{২১}



দুনিয়ার জন্য দীন বিক্রি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَتَنَّا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. يُضْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُضْبِحُ كَافِرًا. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই অন্ধকার ফিৎনা আসার পূর্বেই নেক আমল করে নাও-যা অন্ধকার রাতের কর্তিত অংশের মতো ভয়াল হবে। মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফির হয়ে যাবে। অথবা সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামান্য জিনিসের বিনিময়ে দীন বিক্রি করে দিবে।^{২২}

২১. কানযুল উম্মাল: ১৪/২৪৫ হাদিস নং: ৩৮৫৭৭

২২. সহীহ মুসলিম: ১/৭৫



কেয়ামত কবে হবে?

عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, এমন সময় কোথেকে এক বেদুঈন এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! কখন কেয়ামাত হবে? নবীজী বললেন, যখন আমানত উঠে যাবে। বেদুঈন বললো, আমানত উঠে যাওয়ার অর্থ কী? নবীজী বললেন, যখন অযোগ্যদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তখন কেয়ামাতের অপেক্ষা করো।’^{২৩}



সমকামিতা

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلّت أمّتي ستاً فعلیهم الدمار إذا ظهر فيهم التلاعن وشرّبوا الخمر ولبسوا الحرير واتخذوا القیان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء.

‘হযরত আনাস রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আমার উম্মত পাঁচটি জিনিসকে হালাল মনে করতে থাকবে তখন তাদের জন্য ধ্বংস অর্নিবায় হয়ে পড়বে। যখন তাদের মাঝে পরস্পর ঠট্টা-বিদ্রুপ ও ভর্ৎসনা ব্যপকতা লাভ করবে এবং পুরুষেরা রেশমি পোশাক পরিধান করবে, গান-বাজনা করবে, নর্তকী রাখবে, মদ পান করবে; পুরুষে-পুরুষকে, নারী-নারীকে যৌনতার জন্য যথেষ্ট মনে করবে। (সমকামিতায় লিপ্ত হবে)।’^{২৪} আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন।



নাচ-গানের কনসার্ট বানর ও শূকরের মিলনমেলা

عن حسان بن ابي سنان قال: قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم يمسح قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنزير قيل: يا رسول الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله ويصومون؟ قال: نعم قيل: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: يتخذون المعازف والقينات والدفوف ويشربون الأشرية فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنزير.

‘হযরত আনাস রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, শেষ যমানায় আমার উম্মতের কিছু লোকের আকৃতি বানর ও শূকর সদৃশ হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি তাওহীদ ও রিসালাতকে স্বীকার করেব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাঁ! তারা নামাজ, রোজা ও হজ্জ ও পালন করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারপরও তাদের

২৪. কানযুল উম্মাল: ১৪/২২৬, হাদিস নং: ৩৮৪৬৮

এ অবস্থা কেন হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা গান-বাদ্যের যন্ত্রপাতি, নর্তকী, তবলা ইত্যাদি গ্রহণ করবে। শরাব পান করে (শুধু তাই নয়) তারা রাতভর খেলাধুলা ও অনর্থক কাজে মজে থাকবে। যার ফলে প্রভাতে তখন তারা বানর ও গুরুর আকৃতিতে বিকৃত হয়ে যাবে।^{২৫}



হারাম জিনিস খাওয়ার বাহানা

عن حذيفة رضي الله عنه - رفعه:- إذا استحلّت الخمر بالنبيذ والربا بالبيع والسحت بالهدية والتجروا بالزكاة فعند ذلك هلاكهم ليزدادوا إثماً.

‘হযরত হুযাইফা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, এই উম্মত যখন মদকে পানীয় নাম দিয়ে, সুদকে মুনাফা হিসেবে, ঘুষকে হাদিয়া নাম দিয়ে হালাল মনে করবে এবং জাকাতের মাল দিয়ে ব্যবসা করতে থাকবে তখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারন হারামকে হালাল মনে করার কারণে গোনাহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।^{২৬}



শিল্প-সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি

عن عبد الرحمن بن عَنِمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَغْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ

২৫. হিলয়াতুল আওলিয়া: ৩/১১৯

২৬. কানযুল উম্মাল: ১৪/২২৬, হাদিস নং: ৩৮৪৯৭

فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّنُ لَهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قِرْدَةً
وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

‘আব্দুর রহমান বিন গানাম আশআরী রাযি. বর্ণনা করেন, আমার নিকট আবু আমের অথবা আবু মালেক আশআরী রাযি. বর্ণনা করেছেন- আল্লাহর কসম! তারা মিথ্যা বর্ণনা করেননি। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কিছু লোক এমনও হবে-যারা যিনা-ব্যভিচার, রেশম/সিল্কের কাপড়, মদ ও গানবাদ্যের যন্ত্রপাতিকে (বিনোদনের নামে) হালাল মনে করবে। আর কিছু লোক পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান করবে। তারা সেখানে গবাদি পশু চড়িয়ে আয় করবে। তাদের নিকট যদি কোনো ফকির এসে নিজের প্রয়োজন পেশ করে তখন তারা (তাচ্ছিল্যের স্বরে) বলবে, ‘আগামি কাল এসো’। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রাতের বেলায়ই আজাব অতীর্ণ করবেন এবং পাহাড়কে তাদের ওপর ধ্বসিয়ে দেবেন। তাছাড়া অন্যদেরকে (যারা হারাম জিনিসকে বিনোদনের নামে হালাল করার বাহানা করে) কিয়ামাত পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে রাখবেন।’^{২৭}



নির্লজ্জতার পরিণাম

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقثاً، فإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقثاً؛ نزع من الأمانة، فإذا نزع من الأمانة؛ لم تلقه إلا خائئاً مخوناً؛ فإذا لم تلقه إلا خائئاً مخوناً؛ نزع من الرحمة، فإذا نزع من الرحمة؛ لم تلقه إلا رجيماً ملعناً، نزع من ربة الإسلام.

২৭. সহীহ বুখারী: ২/৮৩৭

‘হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার ধ্বংস চান তখন (সর্বপ্রথম) তার লজ্জা-শরম ছিনিয়ে নেন। আর যখন তার লজ্জা চলে যায় তখন তোমরা তাকে (লজ্জাহীনতার কারণে) জঘন্যতর ও ঘৃণার যোগ্য পাবে। আর যখন তার মাঝে এই অবস্থা বিরাজ করে তখন তার থেকে আমানত ছিনিয়ে নেয়া হয়। আর যখন আমানতও ছিনিয়ে নেয়া হবে তখন তোমরা (তার খেয়ানতের কারণে) তাকে খেয়ানতকারী ও ধোঁকাবাজ হিসাবে পাবে। আর যখন তার এই অবস্থা হয় তখন তার থেকে রহমতও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তোমরা তাকে (নির্দয়তার কারণে) প্রত্যাখ্যাত ও অভিশপ্ত হিসাবে পাবে। আর যখন সে এই স্তরে গিয়ে পৌঁছবে তখন তার থেকে ইসলামের শেষ বন্ধনটুকুও উঠিয়ে নেয়া হয় (এবং সে ইসলামকে দোষনীয় মনে করতে থাকে।) ’^{২৮} আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন।



মতপার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতা

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن أول هذه الأمة خيارهم وآخرها شرارهم مختلفين متفرقين فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأته منيته وهو يأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه.

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে এই উম্মতের প্রথম দিকের লোকগুলো উত্তম আর শেষের দিকের লোকগুলো নিকৃষ্ট হবে। যাদের মাঝে পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতা ক্রিয়াশীল হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর, আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে; তার মৃত্যু এমন অবস্থায় আসা উচিত যে, সে মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।’^{২৯}

২৮. ইবনে মাজাহ: ২৯৪

২৯. কানযুল উম্মাল: ১২/২২৩, হাদিস নং: ৩৮৪৯১



তিনটি অপরাধের তিনটি সাজা

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم: إذا عظمت أمتي الدنيا نزعتم منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে খুব কিছু মনে করবে তখন তাদের থেকে ইসলামের প্রভাব ও মর্যাদা চলে যাবে। আর যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাঁধা ছেড়ে দিবে তখন ওহীর বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। আর পরস্পরে গালিগালাজ করলে আল্লাহর দয়াদ্র দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।’^{৩০}



কেয়ামতের স্পষ্ট আলামতসমূহ

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشراط الساعة واعلامها فقال: يا ابن مسعود إن للساعة أعلاما وإن للساعة أشراطا ألا وإن من علم الساعة وأشراتها أن يكون الولد غيظا وأن يكون المطر قيظا وأن يقبض الأشرار قبضا يا ابن مسعود من أعلام الساعة وأشراتها أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراتها أن يؤتمن الخائن وأن يخون الأمين يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراتها أن

يوصل الأطباق وأن يقاطع الأرحام يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة
 وأشراتها أن يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها يا ابن مسعود
 إن من أعلام الساعة وأشراتها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل
 من النقد يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراتها أن تزخرف
 المحارب وأن تخرب القلوب يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة
 وأشراتها أن يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء يا ابن مسعود إن
 من أعلام الساعة وأشراتها أن تكنف المساجد وأن تعلو المنابر يا ابن
 مسعود إن من أعلام الساعة وأشراتها أن يعمر خراب الدنيا ويخرب
 عمرانها يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراتها أن تظهر المعازف
 وشرب الخمر يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراتها أن تشرب
 الخمر يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراتها أن تكثر الشرط
 والهمازون والغمازون واللامازون يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة
 وأشراتها أن تكثر أولاد الزنا.

‘হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি,
 তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে ইবনে
 মাসউদ! নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ও আলামত রয়েছে। তা
 হলো-সন্তান (অবাধ্যতার কারণে) পেরেশানী ও ক্রোধের কারণ হবে।
 বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গরম হবে। বদ ও নিকৃষ্টদের সয়লাব হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিঃসন্দেহে কেয়ামতের নিদর্শন ও আলামতসমূহের
 মধ্যে একটি হচ্ছে, মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা মনে করা হবে।

হে ইবনে মাসউদ! কেয়ামতের নিদর্শন ও আলামতসমূহের মধ্যে একটি
 হচ্ছে, খেয়ানতকারীকে আমীন (বিশ্বস্ত) এবং আমীনকে খেয়ানতকারী
 ভাবা হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, অনাত্বীয়েস সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে আর আত্বীয়েস সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে, গোত্রের নেতৃত্ব থাকবে মুনাফিকদের হাতে আর বাজারের নেতৃত্ব থাকবে বদলোকদের হাতে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে, মুমিনকে নিজ গোত্রে বকরী-ভেড়ার চেয়েও অধম ও তুচ্ছ মনে করা হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, যোদ্ধাদেরকে সজ্জিত করা হবে তবে তাদের অন্তর বিরান হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিঃসন্দেহে কেয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে, পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে যথেষ্ট মনে করবে (সমকামীতায় লিপ্ত হবে)।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে, মসজিদকে আলীশান বানানো হবে এবং উঁচু উঁচু মিনার বানানো হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, অনাবাদ স্থানকে আবাদ করা হবে পক্ষান্তরে আবাদ স্থানকে বিরান করা হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, গান-বাদ্যের যন্ত্রপাতি ব্যাপক হবে এবং মদপান মামুলি বিষয় হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে, নানানি কিসিমের শরাবকে পানির মতো মনে করা হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে,
(সমাজে) পুলিশ, ছিদ্রান্বেষী, গিবত ও ভৎসনাকারীর ছড়াছড়ি হবে।

হে ইবনে মাসউদ! নিশ্চয় কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি
হচ্ছে, জারজ সন্তান বেশি হবে।^{৩১}



এ জীবনের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم
خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض
خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم
وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যতদিন তোমাদের শাসকরা নেককার হবে,
ধনীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের লেন-দেন পরস্পরে পরামর্শের
ভিত্তিতে হবে ততদিন তোমাদের জন্য জমিনের উপরিভাগ তার পেট
থেকে উত্তম (অর্থাৎ মৃত্যুর চেয়ে জীবন উত্তম)। আর যখন তোমাদের
শাসকরা হবে মন্দজন, ধনীরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের বিষয়-আসয়ের
কর্তৃত্ব থাকবে মহিলাদের হাতে (বেগমরা যা ফয়সালা করবে পুরুষরা তা
অফাদার চাকরের মতো কার্যকর করবে) তখন তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের
চেয়ে ভূ-তল উত্তম জেনো (অর্থাৎ এমন জীবনের চেয়ে মৃত্যুই উত্তম)।^{৩২}

৩১. কানযুল উম্মাল: ১৪/২২৪

৩২. জামে তিরমিযী: ২/৫১



রাজতন্ত্র, অত্যাচার ও স্বৈচ্ছাচারিতার যুগ

عن أبو ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة، ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، و كائنا خلافة و رحمة، و كائنا ملكا عضوضا، و كائنا عتوة و جبرية و فسادا في الامة، يستحلون الفروج والخمر والحري، وينصرون على ذلك يرزقون ابدا حتى يلقوا الله“

‘হযরত আবু সাআলাবা খুশানি, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও মুআয বিন জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই দীনের সূচনা নবুয়ত ও রহমত দ্বারা করেছেন। তারপর (নবুয়তের যুগের পর) খেলাফত ও রহমতের যুগ। তারপর আসবে এমন রাজতন্ত্রের যুগ; যারা দাঁত দিয়ে রাজত্ব কামড়ে ধরে রাখতে চায়। এরপর নিরেট ধৃষ্টতা, অত্যাচার ও স্বৈচ্ছাচারিতার যুগ; তারা ব্যভিচার, মদপান ও রেশমের পোশাক পরিধানকে হালাল মনে করে। তা সত্ত্বেও তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, রিযিকেরও ব্যবস্থা হবে-মৃত্যু পর্যন্ত।’^{৩৩}



হালাল হারামের বাহবিচার ওঠে যাবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

৩৩. তরজমানুস সুন্নাহ: ৪/৭৫, মেশকাত: ৪৬০

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন এক যুগ আসবে যেখানে মানুষ যা গ্রহণ করছে তা হালাল না হারাম তার বাছবিচার করবে না।’^{৩৪}



সুদখোরদের যুগ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ قَالَ ابْنُ عِيسَى أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চিই এমন এক যুগ আসবে যেখানে কেউ সুদ থেকে মুক্ত থাকবে না। যদি সে সুদ না-ও খায় তবুও সুদের ধূলা-বালি (অর্থাৎ প্রভাব) তার পর্যন্ত পৌছবে। (এ অবস্থায় সুদ খাওয়ার অপরাধ হবে না ঠিক; কিন্তু হালাল সম্পদের বরকত থেকে তো বঞ্চিত হবে!)’^{৩৫}



জালেম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের তিন স্তর

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنه تصيب أمتي في آخر الزمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله جاهد عليه بلسانه ويده وقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق ورجل عرف دين الله فصدق به ورجل عرف دين الله فسكت عليه فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك ينجو على إبطانه كله.

৩৪. সহীহ বুখারী: ১/২৭৬

৩৫. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত: ২৪৫

‘হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শেষ যুগে আমার উম্মতের ওপর শাসকদের পক্ষ থেকে (দীনী বিষয়ে) অনেক কঠোরতা আসবে। এ থেকে শুধু তিন শ্রেণির মানুষ পরিত্রাণ পাবে।

এক. এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ তাআলার দীনের সঠিক পরিচয় পেয়েছে অতঃপর নিজের যবান, অন্তর ও হাত দ্বারা জিহাদ করেছে। এমন ব্যক্তি সবার থেকে অগ্রগামী হবে।

দুই. এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর দীনের পরিচয় পেয়েছে তারপর যবান দ্বারা তার সত্যায়নও করেছে (অর্থাৎ সত্যতা ঘোষণা করেছে) ।

তৃতীয়. এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর দীনের পরিচয় পেয়েছে। তবে সে চুপ থেকেছে। কাউকে ভালো কাজ করতে দেখলে তাকে মুহাব্বত করে। কাউকে অন্যায় করতে দেখলে তখন তার ব্যাপারে অন্তরে ক্ষোভ পোষণ করে। সুতরাং এই ব্যক্তি নিজের মুহাব্বত ও শত্রুতা গোপন রাখা সত্ত্বেও পরিত্রাণের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।’^{৩৬}



দুআ কবুল না হওয়া

عن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

‘হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই নেককাজ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান

করবে। অন্যথায় সেই দিন বেশী দূরে নয় যে, তোমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার শাস্তি চলে আসবে। তখন তোমরা সেই শাস্তি থেকে মুক্তির দোয়াও যদি করো তবুও কবুল করা হবে না।^{৩৭}



আল্লাহর নিরাপত্তা ওঠে যাবে

عن الحسن رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الامة تحت يد الله وفي كفه ما لم تمال قرائها امرأئها ولم يترك صالحوها فجارها وما لم يمن خيارها شرارها فاذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب وضربهم بالفاقة والفقر وملا قلوبهم رعبا.

‘হযরত হাসান বসরী রহ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই উম্মত সর্বদা আল্লাহ তাআলার হেফাজতে থাকবে এবং তাঁর আশ্রয়েই জীবনযাপন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই উম্মতের আলেম ও কুরীগণ শাসকদের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার না হয়ে যাবে। এবং উম্মতের নেককার লোকেরা বদাকারদের সাফাই না গাইবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মতের ভালো মানুষগুলো (নিজের স্বার্থে) মন্দ লোকগুলোর তোষামোদ না করবে। হ্যাঁ! তারা যদি এমনটি করা শুরু করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে নিজহাত গুটিয়ে নেবেন এবং তাদের ওপর জালেম, অত্যাচারী ও অহংকারী লোক চাপিয়ে দেবেন। যাতে তারা এর শাস্তি ভোগ করতে পারে এবং তাদেরকে ক্ষুধা ও দারিদ্রতার মাঝে ঠেলে দেবেন। তাদের অন্তরে দুশমনদের ভয় ঢুকিয়ে দেবেন।’^{৩৮}

৩৭. জামে তিরমিযী: ২/৩৯

৩৮. কিতাবুর রাকায়েক: ইবনুল মোবারক



আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি

عن انس بن مالك رضي الله عنه : اراه مرفوعا- قال : يأتي علي الناس زمان يدعو المؤمن للجماعة فلا يستجيب له يقول الله ادعوني لنفك ولما يحزبك من خاصة امرك فاجيبك واما الجماعة فلا! انهم اغضبوني- وفي رواية- فاني عليهم غضبان.

‘হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, এমন একযুগ আসবে যখন মুমিন মুসলিমজনসাধারণের জন্য দুআ করবে; কিন্তু সেই দুআ কবুল হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি আমাকে নিজের জন্য এবং তোমার প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য ডাকো। আমি সাড়া দেবো। তবে জনসাধারণের জন্য কবুল করা হবে না। এই জন্য যে, তারা আমাকে অসন্তুষ্ট করে ফেলেছে। আরেক বর্ণনায় এসেছে আমি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।’^{৩৯}



পেট আর পকেটের যুগ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليأتين على الناس زمان يكون همة احدهم فيه بطنه و دينه هواه.

‘হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চিয় এমন একযুগ আসবে পেটপূজা যখন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদ হয়ে যাবে এবং নফসের পূজাই হবে দীন।’^{৪০}

৩৯. কিতাবুর রিকাক: ১৫৫, ৩৮৪

৪০. কিতাবুর রিকাক, ইবনুল মোবারক রহ.: ৩১৭

বাহিরে বন্ধুত্ব ভিতরে দুশমনি

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة» قال: يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال: «برغبة بعضهم إلى بعض وبرهبة بعضهم من بعض».

‘হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন, শেষ যমানায় এমন সম্প্রদায়ের আগমন হবে যারা বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্বাপন্ন হবে; তবে মনে শত্রুতা পুষবে। সাহাবারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন হবে কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরস্পরে (প্রচণ্ড ঘৃণাভাব থাকাসত্ত্বেও) ভয় ও লোভের কারণে (বাহ্যত বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে)।’^{৪১}

সম্পদের ফিতনা

عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال.

‘হযরত কাব বিন আয়ায রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে একটি ফিতনা। আর আমার উম্মতের বিশেষ ফিতনা হলো ‘সম্পদ’।’^{৪২}

৪১. মিশকাত: ৪৫৫

৪২. জামে তিরমিযী: ৪/৫৭, মুসতাদরাক: ৪/৩১৬, মিশকাত: ৪৪২

আত্মশ্রুতি ও দাঙিকতা

عن العباس بن عبد المطلب يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار حتى يخاض البحر بالخيال في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرأون القرآن يقولون قد قرأنا القرآن؛ فمن أقرأ منا ومن أفقه منا، ومن أعلم منا؟ هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا! قال: وأولئك من هذه الامة وأولئك هم وقود النار.

‘হযরত আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দীনের এমন প্রচার-প্রসার হবে যে, সমুদ্রের ওপারজগতেও তা পৌছে যাবে। মুজাহিদগণ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়া দৌড়াবে। তারপর এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করার পর বলবে, আমরাতো কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করেছি। এখন আমাদের চেয়ে বড় কারী কে? আমাদের চেয়ে বড় আলেম কে? অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরে ইরশাদ করেন, তোমাদের কী অভিমত? তাদের মধ্যে সামান্য কল্যাণও কি রয়েছে? সাহাবারা আরজ করেন, না! তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারাও তোমাদের এই উম্মতেরই দলভুক্ত। তবে তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।’^{৪৩}

বর্তমান সময়ের প্রকৃত রূপ এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ৭২টি আলামত

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة اذا رأيتم الناس اماتوا الصلوة واضاعوا الامانة واكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الارحام ويكون الحكم ضعفا الكذب صدقا والحرير لباسا وظهر الجور وكثرت الطلاق وموت الفجأة واثمن الخائن وخون الامين وصدق الكاذب وكذب الصادق وكثر القذف وكان المطر قيظا والولد غيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا وكان الامراء والوزراء كذبة والامناء خونة والعرفاء ظلمة والقرءاء فسقة اذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم انتن من الجيف وامر من الصبر يغيثهم الله تعالى فتنة يتهاركون فيها تهارك اليهود الظلمة و تظهر الصفراء يعني الدنانير وتطلب البيضاء وتكثر الخطايا ويقل الامن وحليت المصاحف وصورت المساجد وطولت المنائر وخربت القلوب وشربت الخمر عطلت الحدود وولدت الامة ربتها وترى الحفاة العراة قد صاروا ملوكا وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وحلفت بغير الله وشهد المؤمن من غير ان يستشهد وسلم للمعرفة تفقه لغير دين الله وطلب الدنيا بعمل الآخرة واتخذ المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وكان زعيم القوم ارضلهم وعق الرجل اباه وجفا امه وضر صديقه واطاع امرأته وعلت اصوات الفسقة في المساجد واتخذ القياناات والمعارف وشربت

الخمر في الطرق' واتخذ الظلم فخرا' وبيع الحكم' وكثرت الشرط'
واتخذ القرآن مزامير' وجلود السباع خفافا' ولعن آخر هذه الامة اولها'
فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء' وخسفا' ومسحا' وقذفا وآيات.

‘হযরত হুয়াইফা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেন, কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত ৭২টি। যখন
তোমরা দেখবে-

১. মানুষ নামাজকে ধ্বংস করবে।
২. আমানতকে নষ্ট করবে।
৩. সুদ খাবে।
৪. মিথ্যাকে হালাল মনে করবে।
৫. সাধারণ বিষয়ে রক্তপাত ঘটবে।
৬. উঁচু উঁচু বিন্ডিং নির্মাণ করবে।
৭. দীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করবে।
৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।
৯. ইনসাফ কমে যাবে।
১০. মিথ্যা সত্য হিসেবে বিবেচিত হবে।
১১. রেশমের পোশাক পরিধান করা হবে।
- ১২.-১৪. জুলুম, তালাক ও আকস্মিক মৃত্যু ব্যাপকতা লাভ করবে।
- ১৫, ১৬. খেয়ানতকারীকে বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্তকে খেয়ানতকারী মনে করা হবে।

- ১৭, ১৮. মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা বলা হবে ।
- ১৯ অপবাদ দেয়ার প্রবণতা ব্যাপক হবে ।
২০. বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গরম থাকবে ।
২১. সন্তান চিন্তা ও পেরেশানির কারণ হবে ।
- ২২, ২৩. নিকৃষ্টদের জয়জয়কার হবে এবং সম্মানিতরা অপদস্থ হবে ।
২৪. শাসক ও প্রজা মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে ।
২৫. বিশ্বস্তরা গাদ্দারি করবে ।
২৬. মোড়লপনা জুলুমের পেশা হবে ।
২৭. আলেম, ক্বারী বদকার হবে ।
২৮. ভেড়ার চামড়া পরিধান করা হবে ।
- ২৯, ৩০. তাদের অন্তর মৃতদের চেয়ে বেশি দুর্গন্ধ এবং মাকাল ফলের চেয়ে বেশি তিক্ত হবে । ঐ সময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন ফেৎনায় ফেলবেন যাতে তারা ইহুদি জালেমদের মতো উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরবে ।
৩১. স্বর্ণ ব্যাপক হয়ে যাবে ।
৩২. রূপার চাহিদা বাড়বে ।
৩৩. গুনাহ ব্যাপকহারে হতে থাকবে ।
৩৪. নিরাপত্তা কমে যাবে ।
৩৫. কোরআনকে সজ্জিত করে রাখবে ।
৩৬. মসজিদে কারুকাজ করবে ।
৩৭. উঁচু উঁচু মিনার বানাবে ।

৩৮. অন্তর বিরান হয়ে যাবে।

৩৯. মদ পান করবে।

৪০. শরয়ী শাস্তিকে অকার্যকর করবে।

৪১. দাসী নিজের মনিবকে জন্ম দিবে।

৪২. যে লোকগুলো (একসময়) নগ্নপদযুগল ও বস্ত্রহীন ছিল তারা বাদশাহ হবে।

৪৩. ব্যবসা-বাণিজ্যে নারী পুরুষের অংশী হবে।

৪৪, ৪৫. পুরুষ নারী এবং নারী পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে।

৪৬. গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন কোনো নামে) শপথ করবে।

৪৭. মুসলমানরা পর্যন্ত সাক্ষি তলব ছাড়া সাক্ষী দেবে।

৪৮. শুধু পরিচিতজনকে সালাম দিবে।

৪৯. দীনি স্বার্থ ছাড়া ফিকাহ পড়া হবে।

৫০. আখেরাতের কাজেও দুনিয়ার স্বার্থ খোঁজা হবে।

৫১, ৫৩. গনিমতকে সম্পদ, আমানতকে গনিমত এবং জাকাতকে ক্ষতির কারণ মনে করা হবে।

৫৪. সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি গোত্রের নেতা হবে।

৫৫. সন্তান তার পিতার নাফারমানি করবে।

৫৬. মায়ের সঙ্গে অসদাচরণ করবে।

৫৭. বন্ধুর ক্ষতিসাধন করবে।

৫৮. দ্বীর অনুগত হবে।

৫৯. বদলোকরা মসজিদে গলাবাজি করবে ।
৬০. গায়িকা ও নর্তকীদের কদর বাড়বে ।
৬১. গান-বাদ্যের সরঞ্জাম ব্যবহার করবে ।
৬২. প্রকাশ্যে মদের বিকিকিনি হবে ।
৬৩. জুলুম করাকে গর্বের বিষয় মনে করবে ।
৬৪. ইনসাফ নিলামে বিক্রি হবে ।
৬৫. পুলিশের সংখ্যা বেড়ে যাবে ।
৬৬. কুরআনকে গানের সুরে পড়া হবে ।
৬৭. হিংস্র প্রাণীর চামড়া দিয়ে মুজা বানানো হবে ।
৬৮. এই উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিসম্পাত করবে ।
৬৯. তখন লাল ঝঞ্ঝা বায়ুর,
৭০. ভূমি ধ্বসের,
৭১. এবং চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়া আসমানি গজবের
৭২. ও আসমান থেকে পাথর বর্ষণের মতো শাস্তিসমূহের অপেক্ষা
করো ।^{৪৪}

নারী ও ব্যবসা-বাণিজ্য

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة (وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق).

‘হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, কেয়ামতের কিছু পূর্বে এই আলামতগুলো প্রকাশ হবে-বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে সালাম দিবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে নারী পুরুষকে সহযোগিতা করবে। আত্মীয়তা চিহ্ন করবে। কলমবাজি বৃদ্ধি পাবে। মিথ্যা সাক্ষ্য ব্যাপক হবে। সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে।’^{৪৫}

আকাশছোঁয়া ভবন নির্মাণে প্রতিযোগিতা

عن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وأن يبرد الصبي الشيخ لفردته وان تتناول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان.

‘হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, কেয়ামতের আলামতসমূহের একটি আলামত হচ্ছে, মানুষ মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তবে দুই রাকাত নামাজও পড়বে না। শুধু পরিচিতজনকে সালাম দেবে।

একটি শিশুও বৃদ্ধকে ভৎসনা করবে-তার দারিদ্রতার কারণে। এবং যে সকল লোকেরা নগ্ন পা ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় বকরী-ভেড়া চড়াতে তারাই উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।’^{৪৬}



মুসলিম উম্মাহর পতনের আলামত

عن معاذ بن انس رضي الله عنه ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ الْأُمَّةُ عَلَى الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا ثَلَاثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ الْعِلْمُ مِنْهُمْ وَيَكْثُرْ فِيهِمْ وَلَدُ الْخُبْثِ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الصَّقَّارُونَ قَالَ وَمَا الصَّقَّارُونَ أَوْ الصَّقْلَاوُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَشَرٌ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمُ التَّلَاغُنُ.

‘হযরত মুআজ বিন আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই উম্মত শরীয়তের ওপর অটল-অবিচল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মাহর মাঝে তিনটি জিনিস প্রকাশ না হবে।

এক. যতক্ষণ তাদের থেকে ইলম (আলেম-উলামাদেরকে) কে উঠিয়ে না নেয়া হবে।

দুই. অধিকহারে তাদের মাঝে অবৈধ সন্তান না হবে।

তিন. এবং লানাতবাজ লোক জন্ম না নিবে। সাহাবয়ে কেলাম রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানাতবাজ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শেষ যমানায় এমন কিছু লোকের আগমন হবে যারা সাক্ষাতের সময় সালামের পরিবর্তে অভিশাপ ও গালি-গালাজ বিনিময় করবে।’^{৪৭}

৪৬. দুররে মানছুর: ৬/৫৫

৪৭. দুররে মানছুর: ৬/৫৫

আরবের ধ্বংস

عن طلحة بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعة هلاك العرب.

‘হযরত তালহা বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, আরবের ধ্বংসও কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত।’^{৪৮}

সর্বগ্রাসী এক ফিৎনা

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يكون فتنة فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتي تذهب ثم يكون اخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتي تذهب ثم تكون اخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتي تذهت ثم تكون الخامسة وهي مجللة تنشق في الارض كما ينشق الماء.

‘হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামানি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একটি বড় ফিৎনা আসবে যার মোকাবিলায় কিছু মর্দে মুমিন দাঁড়াবে। তারা এর নাকে এমনভাবে আঘাত করবে যে, তা শেষ হয়ে যাবে। তারপর আরেকটি ফিৎনা আসবে, যার মোকাবিলা করার জন্য কিছু মর্দে মুমিন দাঁড়াবে। তারা এর নাকে এমনভাবে আঘাত করবে যে, তা শেষ হয়ে যাবে। তারপর আরেকটি ফিৎনা আসবে, যার মোকাবিলা করার জন্য কিছু মর্দে মুমিন দাঁড়াবে। তারা এর নাকে এমনভাবে আঘাত করবে যে

তা শেষ হয়ে যাবে। এরপর আরেকটি ফিৎনা আসবে, যার মোকাবিলা করার জন্যে কিছু মর্দে মুমিন দাঁড়াবে। তারা এর নাকে এমনভাবে আঘাত করবে যে, তা শেষ হয়ে যাবে। তারপর পঞ্চম ফিৎনা আসবে-যা হবে সর্বগ্রাসী। তা পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে যাবে যেভাবে পানি জমিনে ছড়িয়ে যায়।^{৪৯}



শেষ যমানার সবচেয়ে বড় ফিৎনা

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «يكون في هذه الأمة أربع فتن، في آخرها . الغناء

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই উম্মতের ওপর চারটি ফিৎনা আসবে। এর সর্বশেষ ও সবচেয়ে বড় ফিৎনাটি হলো-গান-বাদ্য।^{৫০}



ক্বিরাআত সৌন্দর্যের ফিৎনা

عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجي بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم.

‘হযরত হোযাইফা রাযি. বর্ণনা করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কুরআনুল কারীমকে আরবের লাহানে পড়ো।

৪৯. দুররে মানছুর: ৬/৫৬

৫০. দুররে মানছুর: ৬/৫৫

গানের সুর ও ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মতো পড়া থেকে বিরত থেকে। অচিরেই আমার পরে কিছু লোক আসবে যারা কুরআনকে গান ও বিলাপের সুরে পড়বে (কুরআন শুধু তাদের মুখে থাকবে) কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর ফিৎনায় আক্রান্ত হবে এবং যারা তাদের গানের সুরের ক্বিরাআত পছন্দ করবে তাদের অন্তরও ফিৎনায় আক্রান্ত হবে।’^{৫১}



আল্লাহর শান্তির কারণ

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الامتي خسف ومسح وقذف فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتي ذلك؟ قال: اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمر.

‘হযরত ইমরান বিন হোসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই উম্মতের ওপর ভূমি ধ্বস, আকৃতি বিকৃতি হয়ে যাওয়া এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি নাজিল হবে। এক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমনটি কখন হবে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন গায়িকা-নর্তকী ও গান-বাজনার সরঞ্জামের ছড়াছড়ি হবে এবং ব্যাপকহারে মানুষ মদপান করবে।’^{৫২}

৫১. মিশকাত শরীফ: ১৯১

৫২. তিমমিয়ী শরীজ: ২/৪৫



ফিৎনা ফাসাদের যুগ

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل.

‘হযরত আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে যখন ইলমকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। ফিৎনা-ফাসাদ ব্যাপক হয়ে যাবে। সাহাবারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ফিৎনা-ফাসাদ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হত্যা।’^{৫৩}



ফিৎনা-ফাসাদের যুগে ইবাদতের প্রতিদান

عن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة الى.

‘হযরত মাকিল বিন ইয়াসির রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ বর্ণনা করেন, ফিৎনা-ফাসাদের যুগে ইবাদত করা হিজরত করে আমার নিকট আসার মতো মর্যাদাপূর্ণ।’^{৫৪}

৫৩. তিরমিযী শরীফ: ২/৪৩

৫৪. সহীহ মুসলিম: ২/৪০৬, তিরমিযী: ২/৪৩, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৭



কল্যাণ থেকে বঞ্চিত মানুষের সমাগম

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرِيظَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَبْقَى عَجَاجٌ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا.

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদেরকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে না নেবেন। তারপর দুনিয়াতে কল্যাণবঞ্চিত লোকেরা থাকবে, যারা না কোনো নেক কাজকে নেক মনে করবে না কোনো মন্দ কাজকে মন্দ মনে করবে।’^{৫৫}



জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يكون في آخر هذه الامتي رجال يركبون على الميائثر حتى يأتوا ابواب المساجد نسائهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن الملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساء الأمم قبلكم.

‘হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যুগে এমন কিছু লোক আসবে যারা খুব আড়ম্বরতার সাথে বাহনের গদিতে আরোহন করে মসজিদে গমন

করবে। অথচ তাদের নারীদের পোশাক পরিহিত অবস্থায়ও নগ্ন মনে হবে। তাদের মাথায় শীর্ণকায় উটের কুঁজের মতো কেশগুচ্ছ থাকবে। তাদের অভিশাপ দাও। কারণ তারা অভিশপ্ত। তোমাদের পরে যদি কোনো উম্মত আসতো তাহলে তোমরা তাদের গোলামী করতে যেভাবে পূর্ববর্তীযুগের নারীরা তোমাদের দাসী ছিল।’^{৫৬}



আল্লাহর লানত ও গজবে দিনযাপন

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن طالت بك مدة يوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের জীবন যদি দীর্ঘ হয় তাহলে সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন তোমরা এমন লোকদেরকেও দেখতে পাবে, যারা সকাল করবে আল্লাহর গজব নিয়ে আর সন্ধ্যা করবে আল্লাহর অভিশাপ নিয়ে। তাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মতো চাবুক।’^{৫৭}



অবস্থা ক্রমে গুরুতর হবে

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ خَلْقِهِ.

৫৬. দুররে মানছুর: ৬/৫৫

৫৭. দুররে মানছুর: ৬/৫৫

‘হযরত আবু উমামা রাযি. বর্ণনা করেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অবস্থা নাযুক হবে। সম্পদ বৃদ্ধি পাবে আর কেয়ামত শুধু নিকৃষ্ট লোকদের ওপরই কায়েম হবে। (নেককার লোকদের উঠিয়ে নেওয়া হবে)।’^{৫৮}



এমনও কি হবে!

عن موسى بن ابي عيسى المدني رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: يا رسول الله! وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم! واشد منه كيف بكم إذا لم تأمروا المعروف وتنهوا المنكر؟ قالوا: يا رسول الله! وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم! واشد منه كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟

‘হযরত মুসা বিন ঈসা মাদানী রহ. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের যুবকরা বদকার হয়ে যাবে এবং তরুণী ও নারীরা সকল সীমা অতিক্রম করবে? সাহাবায়ে কেলাম রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমনও কি হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ। এর চেয়েও ভয়াবহ হবে। ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন তোমরা না ভালো কাজের নির্দেশ দিবে না মন্দ কাজে বাঁধা প্রদান করবে? সাহাবায়ে কেলাম আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমনও কি হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ। তার চেয়েও ভয়াবহ হবে। ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন তোমরা মন্দকে ভালো আর ভালোকে মন্দ মনে করতে থাকবে?’^{৫৯}

৫৮. দুররে মানছুর: ৬/৫৫

৫৯. কিতাবুর রিকাক: ৪৮৪



নারীদের আনুগত্য

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا و الأمانة مغنما و الزكاة مغرما و تعلم لغير الدين و أطاع الرجل امرأته و عقى أمه و أدنى صديقه و أقصى أباه و ظهرت الأصوات في المساجد و ساد القبيلة فاسقهم و كان زعيم القوم أرذلهم و أكرم الرجل مخافة شره و ظهرت القينات و المعازف و شربت الخمر و لعن آخر هذه الأمة أولها فليترقبوا عند ذلك ريحا حمراء و زلزلة و خسفا و مسخا و قذفا و آيات تتابع كنظام لآل قطع سلكه فتتابع.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন গনীমতের সম্পদকে নিজের সম্পদ, আমানতকে গনীমত এবং জাকাতকে ঋণ মনে করা হবে। দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা হবে। পুরুষরা নারীর আনুগত্য করবে এবং নিজের মায়ের অবাধ্য হবে। বন্ধুকে কাছে টানবে, পিতাকে দূরে ঠেলে দেবে। মসজিদে উঁচুস্বরে কথা বলা হবে। গোত্রের ফাসিক নেতা হবে। সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তির নেতা হবে। মানুষের সম্মান করা হবে শুধু তার জুলুম থেকে বাঁচার জন্য। গায়িকা ও গান-বাদ্যের সরঞ্জামাদি ব্যাপক হবে। মদ পান করা হবে। পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সমালোচনা করবে। ঐ সময় লাল বায়ু, ভূমিকম্প, ভূমি ধ্বস, চেহারা বিকৃতি হয়ে যাওয়া, আসমান থেকে পাথরবৃষ্টি বর্ষণ-এ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের শাস্তির অপেক্ষা করো। যেভাবে কোনো পুরোনো মালার তাগা ছিড়ে গেলে পুতি পড়তে থাকে (সেভাবে আজাব-মুসিবত আসতে থাকবে)।’^{৬০}

জাকাতকে ট্যাক্স মনে করা হবে

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي مس عشرة خصلة حل بها البلاء فقل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أَرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليترقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسحا.

‘হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আমার উম্মত ১৫টি কাজ করতে থাকবে তখন তাদের ওপর মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। সাহাবায়ে কেলাম রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই ১৫টি জিনিস কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন গনিমত সম্পদ হয়ে যাবে। আমানতকে গনিমতের মতো মনে করা হবে। জাকাতকে ট্যাক্স মনে করা হবে। স্বামী তার স্ত্রীর অনুগত্য করবে এবং মায়ের সঙ্গে মন্দ আচরণ করবে। বন্ধুর সঙ্গে ভালো আচরণ করবে আর পিতার সঙ্গে মন্দ আচরণ করবে। মসজিদে আওয়াজ উচ্চকিত হবে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি গোত্রের নেতা হবে। মানুষকে সম্মান করা হবে তার জুলুম থেকে বাঁচার জন্য। মদপান ব্যাপক হয়ে যাবে। রেশমের পোশাক পরিধান করা হবে। গায়িকা ও গান-বাদ্যের সরঞ্জাম ব্যাপক হবে। পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সমালোচনা করবে। ঐ সময় লাল বায়ু, ভূমি ধ্বস এবং চেহারা বিকৃতি হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করো।’৬১



মসজিদের অবমাননা

عن الحسن رحمه الله مرسلأ يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا جالسوهم فليس لله فيهم حاجة.

‘হযরত হাসান রহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন, এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না। আল্লাহ তাআলার এমন লোকদের কোনো প্রয়োজন নেই।’^{৬২}



মূর্থ মুফতি

عن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.

‘হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলম এমনভাবে উঠিয়ে নেবেন না যে, মানুষের দিল থেকে তা বের করে নেবেন। বরং উলামায়ে কেরামকে এক এক করে উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে আর কোনো আলেম বাকি থাকবে না। তখন মানুষ জাহেল (মূর্থ) কে নেতা নির্বাচন করবে। তার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে। আর সেই জাহেল না জেনে ফতোয়া প্রদান করবে। এতে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।’^{৬৩}

৬২. মিশকাত শরীফ: ৭১

৬৩. মিশকাত শরীফ: ৩৩

উলামা ও শাসকশ্রেণি

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين، ويقرأون القرآن، ويقولون: نأتى الامراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم مبدئنا. ولا يكون ذلك. كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا». قال محمد بن الصباح: كأنه يعنى الخطايا.

‘হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মাঝে এমন এক জামাত থাকবে যারা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে এবং কুরআনুল কারীমও তিলাওয়াত করবে। তারা বলবে— এসো আমরা শাসকদের কাছে গিয়ে তাদের দুনিয়াবী বিষয়ে ভাগ নিই তবে নিজেদের দীন তাদের থেকে নিরাপদ রেখে। তবে, কাটায়ুক্ত গাছ থেকে কাটা ব্যতীত যেমন অন্যকিছু অর্জন অসম্ভব; তেমনি শাসকের সংস্পর্শে গিয়ে গুনাহ ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া অসম্ভব।’^{৬৪}

দীনি বিষয়কে পরিবর্তন করে দেয়া হবে

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما يكفئ - قال زيد: يعنى الاسلام كما يكفأ الاناء يعنى الخمر فقليل: كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها.

৬৪. ইবনে মাজাহ: ২২

‘হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, ধর্মীয় বিষয়ের যেটি সর্বপ্রথম পাত্রের মতো উল্টে দেয়া হবে তা হলো ‘মদ’। সাহাবায়ে কেলাম রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে সম্ভব? অথচ আল্লাহ তাআলা তা হারাম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অন্য কোনো নাম দিয়ে তারা একে হালাল করে নিবে।’^{৬৫}



ধ্বংসের মূল কারণ

عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.

‘হযরত আমর বিন আওফ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য ক্ষুধা ও দারিদ্রতার ভয় করি না; বরং আমার ভয় হয় দুনিয়া তোমাদের সামনে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য অব্যাহত করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তোমরা পরস্পর লোভ-লালসায় প্রতিযোগিতা করতে থাকবে যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতেরা প্রতিযোগিতা করেছিল। এরপর তোমাদেরকেও সেভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হবে যেভাবে পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।’^{৬৬}

৬৫. মিশকাত শরীফ: ৪৬০

৬৬. মিশকাত শরীফ: ৪৪০

عن أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه) . قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟ و عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو: حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع.

‘হযরত আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা পূর্ববর্তী উম্মতের পায়ে পায়ে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরা তারও অনুসরণ করবে। সাহায্যে কেলাম রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী উম্মত দ্বারা কি ইহুদী-খ্রিষ্টান উদ্দেশ্য? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা ছাড়া আর কে? অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যদি তাদের মাঝে কেউ নিজের মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে খারাপকর্মে লিপ্ত হয় তাহলে আমার উম্মতের মাঝেও এ জাতীয় লোক পাওয়া যাবে।’^{৬৭} আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَالَّذِي
فِيمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ » فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: « الْهَرْجُ
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي الثَّارِ »

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না এমন যুগ আসবে যে, হত্যাকারী কেন হত্যা করেছে সে জানবে না এবং নিহত ব্যক্তি জানবে না কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে! সাহাবায়ে কেলাম আরজ করেন, হে আল্লাহ রাসূল! এমনটি কেন হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গোলযোগ ব্যাপক হবে। হত্যারক ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।’^{৬৮}



ভয়াবহ খারাপ যুগ

عن الزبير بن عدي، قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ . فَقَالَ : « اصْبِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ » سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

‘যুবাইর বিন আদি রহ. বলেন, আমরা হযরত আনাস রাযি. এর হাজ্জাজের পীড়নের অভিযোগ করি যা আমাদের ভোগাছিল। তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করো। তোমাদের ওপর যে যুগ আসবে এর পরের যুগ তারচেয়ে নিকৃষ্টতম হবে। আর এভাবেই তোমরা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হবে। আমি এই হাদিসটি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।’^{৬৯}

৬৮. মুসলিম: ২/৩৯৪, মিশকাত: ৪৬৪

৬৯. বুখারি: ২/১০৪৭, মিশকাত শরীফ: ৪৬২

ধ্বংসাত্মক গুনাহের দুঃসাহস

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ
إِنْ كُنَّا لَتَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا لَهِيَ
الْمُوبِقَاتُ يَعْنِي الْمَهْلَكَاتُ.

‘হযরত আনাস রাযি. ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন,
তোমরা এমন অনেক কাজ করো যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের মতো
হালকা (অর্থাৎ অতি সাধারণ) কিন্তু আমরা তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এর যুগে ধ্বংসাত্মক হিসেবে গণ্য করতাম।’^{৭০}

বিরামহীন ফিৎনা

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من
ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نأى منادى رسول الله صلى الله عليه
وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
انه لم يكن نبي قبلى الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه
لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها
وسيصيب آخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيى فتنة فيرقق بعضها بعضا
وتجيى الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيى الفتنة فيقول
المؤمن هذه هذه فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته

৭০. মিশকাত শরীফ: ৪৫৮, কিতাবুল যুহুদ: ১৯৫

منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب ان يؤتى
إليه ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع.

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা এক স্থানে গিয়ে ছাউনি ফেলি। আমাদের কেউ তাবু টানাচ্ছিল আর কেউ তীরন্দাজির অনুশীলন করছিল। এমন সময় হঠাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন ঘোষণা করল, নামাজের জন্য প্রস্তুত হও! আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবায় ইরশাদ করলেন, হে লোক সকল! আমার পূর্বে যেসকল নবী-রাসূল অতীত হয়েছেন তাদের দায়িত্ব ছিল নিজেদের উম্মতদেরকে যা মঙ্গল মনে করতেন বলে দেয়া এবং সে বিষয়ে সতর্ক করা যেগুলো তাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। সাবধান! শুনে রাখো! এই উম্মাহর প্রথম অংশ নিরাপদ থাকবে আর অচিরেই শেষ ভাগে মসিবত ও ফিৎনা বিরামহীন আসতেই থাকবে। এক ফিৎনা আসবে তখন মুমিন বলবে, এটা আমাকে ধ্বংস করে দেবে। তারপর সেই ফিৎনা শেষ হয়ে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় ফিৎনা আসবে। আর প্রত্যেক ফিৎনার ক্ষেত্রেই মুমিন ব্যক্তির এই আশংকা হবে যে, তা তাকে ধ্বংস করে দিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় তার উচিৎ আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান এবং পরকালে বিশ্বাস রাখা। মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করা যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। যে ব্যক্তি কোনো ঈমামের হাতে বাইয়াতবদ্ধ হবে এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিবে- তার উচিৎ যথাসম্ভব তাঁর আনুগত্য করা।’^{৭১}

৭১. সহীহ মুসলিম: ২/১২৬, নাসাঈ: ২/১৪৮. ইবনে মাজাহ: ২৪৮, মুসনাদে আহমদ: ২/১৯১

আল্লাহর জমিন সংকীর্ণ হয়ে যাবে

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْزِلُ بِأَمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ لَمْ يُسْمَعْ بَلَاءٌ أَشَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَضِيقَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ الرَّحْبَةَ، وَحَتَّى تُمَلَأَ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، لَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلْجَأً يَلْتَجِئُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا مِنْ عِثْرَتِي، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، لَا تَدَّخِرُ الْأَرْضُ مِنْ بَذْرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، وَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا إِلَّا صَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، يَعِيشُ فِيهِمْ سَبْعًا، أَوْ ثَمَانٍ، أَوْ تِسْعًا.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যমানায় আমার উম্মতের ওপর শাসকবর্গের পক্ষ থেকে এমন বিপদ-মসিবত আসবে যে, তাদের জন্য আল্লাহর জমিন সংকীর্ণ হয়ে যাবে। ঐ সময় আমার বংশের এক ব্যক্তি (মাহদী আ.) কে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করবেন। তিনি জমিনে এমনভাবে ন্যায়-ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন যেভাবে ইতোপূর্বে অন্যায় ও জুলুমের শাসন কায়েম ছিল। ফলে জমিনের বাসিন্দারাও খুশি হবে এবং আসমানের অধিবাসীরাও খুশি হবে। তাঁর শাসনকালে জমিনে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হবে। আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তিনি তাদের মাঝ সাত বা আট অথবা নয় নতসর অবস্থান করবেন।’^{৭২}

ফিৎনায় আক্রান্ত অন্তর

عن حذيفة سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول: تعرض
الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأى قلبٍ أشربها نكت فيه
نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير
على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات
والأرض والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر
منكراً إلا ما أشرب من هواه.

‘হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষের অন্তরে ফিৎনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমনি চাটাইয়ের তৃণআঁশ একটির মধ্যে আরেটি প্রভিষ্ট করে বিছানো হয়। অতএব যে অন্তরে ফিৎনা প্রবেশ করে (প্রত্যেক ফিৎনার পরিবর্তে) তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে প্রত্যাখ্যান করে (প্রত্যেক ফিৎনা প্রত্যাখ্যান করার বিনিময়ে) তাতে একটি সাদা রেখা পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক প্রকার অন্তর হল মর্মর পাথরের মতো শ্বেত-শুভ্র যাকে আসমান-জমিন বহাল থাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত) কোনো ফিৎনাই ক্ষতি করতে পারবে না। দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হল কয়লার মতো, যা কৃষ্ণকালো যেন উপুর হওয়া পাত্র। যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখেনা। ফলে কেবল তা ই গ্রহণ করে যা প্রবৃত্তির চাহিদামতো হয়।’^{৭৩}

আমানত বিদায় নেবে

عن حذيفة رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر : حدثنا : « إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ». وحدثنا عن رفعها قال : « ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجمل كجمر دحرجته على رجلك فنفظ فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني فلان رجلا أميناً ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ».

‘হযরত হযাইফা রাযি. বর্ণনা করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি হাদিস বর্ণনা করেন। একটির বাস্তবতা তো আমি নিজ চোখে দেখেছি। আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। এক. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমানত মানুষের অন্তরের গভীরে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তারা কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে তারপর সুন্নাহ শিখে। দুই. আমানত উঠে যাওয়ার ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একসময় মানুষ নিদ্রা যাবে, এমতাস্থায় তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন শুধু কালো দাগের ন্যায় একটি সাধারণ চিহ্ন বাকি থাকবে। অতঃপর মানুষ আবার নিদ্রা যাবে তখন আমানতের বাকি অংশটুকুও উঠিয়ে নেয়া হবে। ফলে ফোসকাসদৃশ চিহ্ন বাকি থাকবে যেমন জলন্ত অঙ্গার। তা তুমি নিজের পায়ের উপর রেখে রোমন্থন করলে সেখানটায় স্ফীত হয়। এটি স্ফীত দেখাবে, তবে তার ভেতর কিছুই নেই। সারাদিন মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করবে, তবে কাউকে আমানত রক্ষাকারী পাবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন

আমানতদার লোক আছে। আর কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হবে, সে কতই না বুদ্ধিমান! সে কতই না চতুর! সে কতই না নির্ভীক! (সে এমন, সে তেমন) অথচ তার অন্তরে সরিষান দানা পরিমাণও ঈমান নেই।^{৭৪}



মানুষের লেবাসে শয়তান

عن حذيفة رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قال : قلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر ف جاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : « نعم وفيه دخن » . قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر » . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : « نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها » . قلت : يا رسول الله صفهم لنا . قال : « هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » .

‘হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতো আর আমি অকল্যাণবিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম। এই ভয়ে যে, আমি যেন তাতে আক্রান্ত না হয়ে যাই। হুযাইফা রাযি. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা একসময় মূর্খতা ও মন্দের মাঝে নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ

৭৪. মিশকাত শরীফ: ৪৬১, বুখারী শরীফ: ২/১০৪৯

‘আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার পরে এমন এমন ইমাম ও বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাহকে আমলে নিবে না। আবার তাদের মাঝেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা গায়ে-গঠনে এবং চেহারা-সুরতে মানুষই হবে; তবে তাদের অন্তরসমূহ হবে শয়তানের মতো। হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহলে আমার কী করণীয়? তিনি বললেন, তোমার আমীর (বৈধ বিষয়ে) যা বলবেন তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পৃষ্ঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মাল-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবুও তার নির্দেশ মানবে এবং তার আনুগত্য করবে।’^{৭৬}



বদ আমলের ফল

عن زياد بن لبيد قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال : « وذاك عند أوان ذهاب العلم » ، قال : قلت : يا رسول الله ! كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ قال : « ثكلتك أمك زياد ، إن كنت لراك من أفقه رجل بالمدينة ، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل ، لا يعملون بشيء مما فيهما » .

‘হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ রাযি. বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়াবহ কোনো বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটা ইলম উঠে যাওয়ার সময় সংঘটিত হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইলম কিভাবে উঠে যাবে, অথচ আমরা নিজেরা কুরআন শিখছি এবং আমাদের সন্তানদেরও শিক্ষা দিচ্ছি।

অতঃপর আমাদের সন্তানরা কেয়ামত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা বহাল রাখবে। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যিয়াদ! তোমার জননী তোমাকে হারাক! (তুমি মরে যাও) আমি তো তোমাকে মদিনার একজন জ্ঞানী মনে করতাম। (তবে আশ্চর্যের বিষয় তুমি এতটুকুও বুঝো না? আখের, ইলম উঠে যাওয়ার ব্যাপারে আশ্চর্যের কী আছে?) ইহুদী-খ্রিষ্টানরাও তো তাওরাত, ইনজিল পড়েছে; কিন্তু তারা তার উপর আমল করে না। (এই বদ আমলের কারণেই এ উম্মতও অহীর বরকত থেকে বঞ্চিত হবে)^{৭৭}



মতবিরোধের কুফল

أخرج البيهقي عن بن إسحاق في خطبة أبي بكر رضي الله عنه يومئذ قال: وإنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعوا فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح.

‘ইমাম বায়হাকী রহ. ইবনে ইসহাক রহ. এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক রাযি. (ছাকিফায়ে বনী সায়িদাহর দিন) এও বলেছেন যে, এটা তো কোনোভাবেই উচিৎ নয় যে, মুসলমানদের ‘আমীর’ দুইজন হবে। কারণ এমনটি হলে, বিচার-আচার লেনদেনে মতবিরোধ হবে। মুসলমানদের ঐক্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। এবং তাদের মাঝে ঝগড়া-ফাসাদ হবে। আর তখন সুন্নত বর্জন করা হবে। বেদআত প্রকাশ পাবে। শুধু তাই নয়; ফিৎনা বিরাট আকার ধারণ করবে। এ অবস্থা কারো জন্যই কল্যাণকর নয়।^{৭৮}

৭৭. মিশকাত শরীফ: ৩৮

৭৮. হায়াতুস সাহাবা: ২/১

শাসকদের ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না করা

عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم القمامة فقال عند خطبته: إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال: كلا إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيا فنفزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله فقال القوم: هلك الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس: إن هذا الرجل أحياني أحياء الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (سيكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياء الله.

‘হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি ‘কামামার দিন’ মিম্বরে তাশরিফ নিয়ে যান এবং খুতবার মাঝে বলেন, সম্পদ আমাদের, ‘ফাই’ (সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ) আমাদের। সুতরাং যাকে ইচ্ছা দিব আর যাকে ইচ্ছা দিব না। এজন্য কারো নিকট আমাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। পরবর্তী জুমআয়ও অনুরূপ ঘোষণা করেন। ওই সময়ও কেউ প্রতিবাদ করেনি। তারপর তৃতীয় জুমআয়ও অনুরূপ ঘোষণা করেন। তখন উপস্থিত মুসল্লিদের একজন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, কখনো এমন হতে পারে না! আমাদের সম্পদ আমাদের, আমাদের ‘ফাই’ আমাদের। সুতরাং এর মাঝে যে কেউ বাঁধা সৃষ্টি করবে তারবারীই

হবে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। হযরত মুআবিয়া রাযি. মিন্বর থেকে নেমে এলেন। জুমআর নামাজের পর ওই মুসল্লিকে নিজ কামরায় ডেকে পাঠান। লোকেরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল-আজতো নির্ঘাত তার মৃত্যু! তারপর অন্যান্য লোকেরা হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখেন, ওই লোক হযরত মুআবিয়া রাযি. এর সঙ্গে খাটে বসে আছেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. তখন বলেন, সে তো আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচালো। আল্লাহ তাআলা তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুক। আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার পর কিছু শাসক উল্টা-পাল্টা বলবে। তবে কারো সাহস হবে না তাদের ভুল ধরার। তারা সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে যেভাবে বানর গর্তে প্রবেশ করে। হযরত মুআবিয়া রাযি. বলেন, আমি (পরীক্ষামূলক) প্রথম জুমআয় এমনটি বলেছি; কিন্তু কেউ আমার ভুল ধরেনি। আমার আশংকা হল-না জানি আমিও ওই সকল শাসকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। তারপর দ্বিতীয় জুমআয়ও এমনটি বলেছি। কেউ আমাকে ভুল ধরেনি। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমিও ওই দলের অন্তর্ভুক্ত। তারপর তৃতীয় জুমআয়ও ওই কথাই বলি। তখন এই লোকটি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে। সুতরাং সে আমাকে বাঁচিয়েছে। আমিও দুআ করি আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচিয়ে রাখুক।^{৭৯}



অযোগ্যদের শাসন

عن رافع الطائي قال: صحبت أبا بكر في غزوة فلما قفلنا قلت: يا أبا بكر أوصني قال: أقم الصلاة المكتوبة لوقتها وأد زكاة مالك طيبة بها نفسك، وصم رمضان، واحجج البيت، واعلم أن الهجرة في الإسلام حسن وأن الجهاد في الهجرة حسن ولا تكن أميراً، ثم قال: هذه الإمارة

৭৯. হায়াতুস সাহাবা: ২/ ৬৮

التي ترى اليوم سيرة قد اوشكت أن تفسو وتكثر حتى ينالها من ليس لها بأهل، وانه من يكن أميرا فإنه من أطول الناس حسابا وأغلظه عذابا، ومن لا يكون أميرا فإنه من أيسر الناس حسابا وأهونه عذابا لأن الأمراء أقرب الناس من ظلم المؤمنين، ومن يظلم المؤمنين فإنما يخفر الله هم جيران الله وهم عباد الله، والله إن أحدكم لتصاب شاة جاره أو بغير جاره فيبيت واربم العضل يقول: شاة جاري أو بغير جاري فإن الله أحق أن يغضب لجيرانه.

‘হযরত রাফে আত-তায়ী রহ. বলেন, আমি একযুদ্ধে হযরত আবু রকর রাযি. এর সাথে ছিলাম। ফিরে আসার সময় আমি বললাম, হে আবু বকর! আমাকে নসিহত করুন! তিনি বললেন, যথাসময়ে ফরজ নামাজ আদায় করবে। খুশি মনে নিজ সম্পদের জাকাত প্রদান করবে। রমজানের রোজা রাখবে এবং হজ্জ করবে। জেনে রেখো! হিজরত ইসলামের একটি সৌন্দর্য্য। আর হিজরতের সৌন্দর্য্য জিহাদ। তুমি শাসক হয্যো না। এরপর তিনি বললেন, আজ তোমরা রাজত্বের যে স্বভাব-চরিত্র দেখছো অচিরেই ত ছড়িয়ে পড়বে। এবং খুব ব্যাপক হবে। অবশেষে তা এমন লোকদের হাতে গিয়ে পড়বে যারা এর যোগ্য নয়। অথচ যে শাসক হবে তার হিসাব কঠিন হবে এবং শক্ত আজাব হবে। আর যে শাসক হবে না তার হিসাব তুলনামূলক সহজ হবে এবং আযাব হালকা হবে। কারণ শাসকরা মুসলমানদের ওপর জুলুম করার সুযোগ তুলনামূলক বেশি পান। আর যে মুসলমানের ওপর জুলুম করে সে আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে। ঈমানদার আল্লাহর প্রতিবেশী ও তাঁর বান্দা। তোমাদের কোনো প্রতিবেশীর ছাগল বা উট যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে তুমি সারারাত ‘আমার প্রতিবেশীর ছাগল, আমার প্রতিবেশীর উট’ বলে হাপিত্যেশ করো! সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো প্রতিবেশীর কষ্টে হলে রাগ হওয়ার বেশি হকদার।’^{৮০}

ভিতর-বাহির মতানৈক্য

عن محمد بن سوقة قال: أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إلي صحيفة فإذا فيها: من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب،

سلام عليك، أما بعد! فإننا عهدنا وأمر نفسك لك مهم، وأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها يجلس بين يديك الشريف والوضيع، والعدو والصديق، ولكل حصته من العدل، فأنت كيف أنت عند ذلك يا عمر! فإننا نذكرك يوما تعي فيه الوجوه، وتجف فيه القلوب، وتقطع فيه الحجج بملك قهرهم بجبروته والخلق داخرون له، يرجون رحمته ويخافون عقابه، وإنا كنا نحدث أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها أن تكون إخوان العلانية أعداء السريرة؛ وإنا نعوذ بالله أن ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا، فإننا كتبنا به نصيحة والسلام عليك،

فكتب إليهما:

من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل،

سلام عليكم، أما بعد! فإنكما كتبتما إلي تذكر أن أنكما عهدتاني وأمر نفسي لي مهم، فأني قد أصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها يجلس بين يدي الشريف والوضيع، والعدو والصديق، ولكل حصته من ذلك؛ وكتبتما فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر! وإنه لاحول ولا قوة عند ذلك لعمر إلا بالله، وكتبتما تحذرانني ما حذرت به الأمم قبلنا، وقديما كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس

يقربان كل بعيد وبيليان كل جديد، يأتیان بكل موعود حتى يصيران الناس إلى منازلهم من الجنة والنار؛ كتبتما تذكران أنكما تحدثان أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها أن تكون إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك، هذا ليس بزمان ذلك، وإن ذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرغبة، تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصالح دنياهم، ورغبة بعض الناس من بعض؛ كتبتما به نصيحة تعظاني بالله أن أنزل كتابكما سوى المنزل الذي نزل من قلوبكما، فإنكما كتبتما به وقد صدقتما فلا تدعا الكتاب إلي، فإني لا غنى بي عنكما والسلام عليكما.

‘হযরত মুহাম্মদ বিন সূকা বলেন, আমি নুআঈম বিন আবী হিন্দ এর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি আমাকে একটি চিঠি দেখালেন যাতে লিখা ছিল—

আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাযি. ও মুআজ বিন জাবাল রাযি. এর পক্ষ থেকে উমর বিন খাত্তাব রাযি. এর প্রতি।

আসসালামু আলাইকুম!

আমরা আপনার দায়িত্বের স্পর্শকাতরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ উম্মতের সাদা-কালো সবার দায়িত্ব আপনার কাঁধে ন্যস্ত। আপনার কাছে সম্ভ্রান্ত-নিচ, বন্ধু-দুশমন সবাই আসবে। এদের প্রত্যেকেই আপনার নিকট তাদের ইনসাফ পাওয়ার হকদার। সুতরাং এখন দেখার বিষয় যে আপনি এদের সাথে কেমন আচরণ করেন? আমরা আপনাকে ওই দিন সম্পর্কে সতর্ক করছি যেদিন চেহারা নত হয়ে যাবে, অন্তর শুকিয়ে যাবে। আল্লাহর প্রভাবে-প্রতিপত্তি ও দলিল-প্রমাণের সামনে সকল দলিল-প্রমাণ অকেজো প্রমাণিত হবে। সকল সৃষ্টি তাঁর সমানে নত হবে। সবাই তাঁর রহমতের আশা করতে থাকবে। তাঁর শক্তির ভয়ে ভীত থাকবে। আমাদের নিকট এই হাদিস বর্ণনা করা হয়েছিল যে, শেষ যমানায় এই উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে, মানুষ বহিকভাবে

ভাই-ভাই হয়ে থাকবে; তবে অন্তরে একে অপরের প্রতি শত্রুতা পুষবে।
আমরা আপনাকে এই চিঠি শুধুই আপনার হিতাকাঙ্ক্ষি হিসাবে লিখেছি।
আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। এই চিঠিকে শুধু হিতকামনা ছাড়া
আর অন্য কোনো ভাবে যেন ব্যাখ্যা না করা হয়।

হযরত উমর রাযি. জবাবে লিখেছেন,

উমর বিন খাত্তাব রাযি. এর পক্ষ থেকে আবু উবাইদা রাযি. ও মুআজ
রাযি. এর প্রতি।

আসসালামু আলাইকুম!

হামদ-সালাতের পর,

আপনাদের চিঠি পেয়েছি। যাতে আপনারা উল্লেখ করেছেন, আপনারা
আমাকে দায়িত্বের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যে, এই উম্মতের শেতাব-কৃ
ষাঙ্গ, বন্ধু-দুশমন সবাই আপনার কাছে আসবে এবং প্রত্যেকেই যেন
ইনসাফের সাথে যথাযথ প্রাপ্য পায়। আপনারা লিখেছেন-এখন দেখার
বিষয় যে আমি এদের সঙ্গে কেমন আচরণ করি।

(উত্তরে আরজ করছি) এমতাবস্থায় মন্দ থেকে বেঁচে হকের ওপর
অবিচল থাকার জন্য আল্লাহর তাওফিক ছাড়া ভিন্ন কিছু নেই।

আপনারা আমাকে এ বিষয়েও সতর্ক করেছেন, যে বিষয়ে প্রথম
যুগের উম্মতদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। পূর্বযুগ থেকেই রাত-দিনের
পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে আসার ধারা চলে
আসছে। দিন-রাত দূরকে নিকটে, নতুনকে পুরাতন করে দেয়। প্রত্যেক
প্রতিশ্রুত জিনিসকে গন্তব্যে ধাবিত করে। এ ধারা অবিরাম চলবে,
এভাবে মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে যাবে-জান্নাতে বা জাহান্নামে।

আপনারা আমাকে অবহিত করে লিখেছেন যে, শেষ যমানায় এই
উম্মতের এমন অবস্থা হবে, গড়নে-গঠনে মানুষ হয়ে থাকবে-তবে
অন্তরে একে অপরের প্রতি শত্রুতা রাখবে। নিশ্চিত থাকুন! না আপনারা

সেসব মানুষ, না এটা ঐ যমানা। এটা সেই যুগের কথা, যখন ভয় ও
লোভ ব্যাপক হবে। একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক হবে দুনিয়ার স্বার্থে।

আপনারা লিখেছেন-এই চিঠি শুধু মাত্র আমার হিতাকাঙ্ক্ষি হিসেবেই
পাঠিয়েছেন। এ-চিঠি যেন অন্য কোনো খাতে প্রয়োগ না করা হয়।
অবশ্যই আপনারা সত্য লিখেছেন। এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকুক।
আমি আপনাদের কল্যাণকর পরামর্শ থেকে অমুখাপেশী না। আসসালামু
আলাইকুম!'^{৮১}



দাজ্জালের দল

عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في
آخر الزمان قوم يقولون لا قدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا
تشهدوهم فإنهم شيعة الدجال وحق على الله عز وجل أن يلحقهم به.

‘হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যমানায় কিছু লোক আসবে
যারা বলবে- তাক্বদীর কোন বিষয় নয়। তারা যদি অসুস্থ হয় তাহলে
তাদের সেবা করতে যেয়ো না। তারা যদি মারা যায় তাহলে তাদের
জানাযায় যেয়ো না। কারণ তারা দাজ্জালের দল। আল্লাহ তাআলার
দায়িত্ব তাদেরকে দাজ্জালের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া।’^{৮২}

৮১. কানযুল উম্মাল: ১৬/১৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১৩/২৬৬

৮২. মুসনাদে আবু দাউদ-২/৫৮

দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করা

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انه سيكون أناس يكذبون بالرجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون يقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا.

‘হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন হযরত উমর রাযি. বলেছেন, অচিরেই কিছু মানুষ আসবে যারা দাজ্জালের আগমনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়াকে অস্বীকার করবে। কবরের শাস্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সুপারিশকে অস্বীকার করবে। হাউজে কাউসারকে অস্বীকার করবে। জাহান্নামে জ্বলে-পুড়ে অবশেষে কিছু মানুষ মুক্তি পাবে এমন আকীদাকে অস্বীকার করবে।’^{৮০}

যমানার পরিবর্তন

آخر ابن جرير في تهذيب الآثار: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة حدثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن مهاجر حدثني الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: يا ويح لبيد حيث يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم * وبقيت في خلف كجلد الأجر
قالت عائشة: فكيف لو أدركت زماننا هذا! ثم قال الزهري: رحم الله

৮৩. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মাজাহ, কানযুল উম্মাল: ১/৩৮৭

عروة فكيف لو أدرك زماننا هذا! ثم قال الزبيدي: رحم الله الزهري
 فكيف لو أدرك زماننا هذا! قال محمد: وأنا أقول: رحم الله الزبيدي
 فكيف لو أدرك زماننا هذا! قال أبو حميد قال عثمان: ونحن نقول: رحم
 الله محمدا فكيف لو أدرك زماننا هذا! قال ابن جرير قال لنا أبو حميد:
 رحم الله عثمان فكيف لو أدرك زماننا هذا! قال ابن جرير: رحم الله
 أحمد بن المغيرة فكيف لو أدرك زماننا هذا (أخرجه عبد الرزاق في
 مصنفه (٢٤٦/١١) وقال المعلق: أخرجه ابن المبارك عن معمر: صفحة
 ٦٠ رقم ١٨٣. ص). قال العبد الضعيف الجامع رحمه الله: جميعا! فكيف
 لو أدركوا زماننا هذا..

‘ইমাম যুহরী রহ. হযরত উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা
 রাযি. একবার লাবীদ এর কবিতা পাঠ করেন,

যাদের ছায়ায় চলেছে জীবন, বিদায় নিয়েছে তারা
 আমি অকর্মা রয়ে গেলাম অযোগ্যদের পাড়ায়।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, বড় আশ্চর্যের কথা! লাবীদ নিজ যুগের
 লোকদের ব্যাপারে এমন বলেছে। সে যদি আমাদের যুগ প্রত্যক্ষ করতো
 তাহলে কী বলতো? হযরত উরওয়াহ রহ. বলেন, হযরত আয়েশা রা.
 এর ওপর আল্লাহ রহম করুন। তিনি যদি আমাদের যুগ পেতেন তাহলে
 কী বলতেন? ইমাম যুহরী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা যুহরী রহ.
 এর ওপর রহম করুন। তিনি যদি আমাদের যুগ পেতেন তাহলে কী
 বলতেন? ইমাম যুহরী রহ. এর শাগরিদ যুবাইদী রহ. বলেন, আল্লাহ
 তাআলা ইমাম যুহরী রহ. এর ওপর রহম করুন। তিনি যদি আমাদের
 যুগ পেতেন তাহলে কী বলতেন? যুবাইদী রহ. এর শাগরিদ মুহাম্মদ
 বিন মুহাজির রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা যুবাইদী রহ. এর ওপর রহম
 করুন। তিনি যদি আমাদের যুগ পেতেন তাহলে কী বলতেন? মুহাম্মদ
 বিন মুহাজির রহ. এর শাগরিদ উসমান বিন সাঈদ রহ. বলেন, আল্লাহ

তাআলা মুহাম্মাদ বিন মুহাজির রহ. এর ওপর রহম করুন! তিনি যদি আমাদের যুগ পেতেন তাহলে কী বলতেন? উসমান রহ. এর শাগরিদ আবু হামীদ রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা উসমান রহ. এর ওপর রহম করুন! তিনি যদি আমাদের যুগ পেতেন তাহলে কী বলতেন? ইমাম ইবনে জারীর রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের উস্তাদ আবু হামীদ রহ. এর ওপর রহম করুন! তিনি যদি আমাদের যুগ পেতেন তাহলে কী বলতেন? অধম লেখক বলেন, আল্লাহ সুবহানু তাআলা তাদের সবার ওপর রহম করুন। যদি এ সকল বুয়র্গরা আমাদের যুগ প্রত্যক্ষ করতেন তাহলে কী অবস্থা হতো?''^{৮৪}



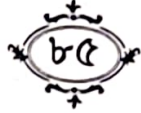
কুরআনের মাধ্যমে সংশয় সৃষ্টিকারীদের প্রাদুর্ভাব

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: انه سيأتي ناس يجادلونكم
بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن بكتاب الله.

‘হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি. বর্ণনা করেন, অচিরেই এমন কিছু মানুষ আসবে যারা কুরআনের (ভুল ব্যাখ্যার) মাধ্যমে দীনের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে ঝগড়া করবে। তাদের সুন্নাহর মাধ্যমে পাকড়াও করো। কারণ, সুন্নাহ (হাদিস) বিষয়ে অভিজ্ঞরা কিতাবুল্লাহর (বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা) বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।’^{৮৫}

৮৪. কানযুল উম্মাল: ১৪/৫৭৮

৮৫. সুন্নাহে দারামী: ১/৪৭



কুরআনী দাওয়াতের মিথ্যা দাবিদার বেরাবে

عن ابي قلابة قال: قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل ان يقبض! وقبضه ان يذهب باصحابه عليكم بالعلم! فان احدكم لا يدري متى يفتقر اليه أو يفتقر إلى ما عنده انكم ستجدون اقواما يزعمون انهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم! واياكم والتبدع! واياكم والتنطع! واياكم والتعمق! وعليكم بالعتيق!

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, ইলম বিদায় নেয়ার পূর্বে ইলম অর্জন করো। ইলম বিদায় নেয়ার অর্থ হল, আহলে ইলম (আলেম) বিদায় নিবে। খুব গুরুত্বের সাথে ইলম অর্জন করো। নিশ্চয় তোমাদের কেউ জানে না কখন ইলমের প্রয়োজন হয়। অথবা তার নিকট থাকা ইলম অন্যের প্রয়োজন হয়।

অচিরেই এমন কিছু মানুষ পাবে যাদের দাবি হবে যে, তারা তোমাদেরকে কুরআনের দাওয়াত দিচ্ছে। অথচ তারা কুরআনকে পশ্চাদে নিক্ষেপ করেছে। সুতরাং ইলমের ওপর দৃঢ় থাকো। তোমাদের উচ্চিৎ বিদআত, অতিরঞ্জন ও অনর্থক চিন্তা-ভাবনা থেকে বেঁচে থাকা। তোমাদের দায়িত্ব হল, পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে দৃঢ়পদ থাকা।”^{৮৬}



সুন্নাহর অপব্যাখ্যা

عن عبد الله قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربوا فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قالوا ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهب علماءكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم

৮৬. সুন্নাহে দারিমী: ১/৫০

وكثر أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه
لغير الدين.

واخرج الامام مالك في جامع الصلوة: أن عبد الله بن مسعود قال
لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن
وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة
ويقصرون الخطبة يبدؤن أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان
قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير
من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون
فيه أهواءهم قبل أعمالهم.

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, তখন তোমাদের কী
অবস্থা হবে? যখন ফিৎনা তোমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। মধ্যবয়সীরা
এতে বৃদ্ধ হয়ে যাবে, বাচ্চারা যুবক হয়ে যাবে; আর মানুষ এগুলোকে
সুনত আখ্যা দেবে? যদি এগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে মানুষ
বলবে-সুনত ছেড়ে দিয়েছে! আরজ করা হল, এমন কখন হবে? তিনি
বললেন, যখন তোমাদের আলেমগণ বিদায় নিয়ে যাবে। মূর্খ ও ক্বারীদের
সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফকীহদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। নেতাগোছের লোক
বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বস্ত লোক কম হবে। আখেরাতের আমলের মাধ্যমে
দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া থাকবে। এবং দীন শেখা হবে দুনিয়ার স্বার্থসিদ্ধির
উদ্দেশ্যে।’^{৮৭}

মুয়াত্তা ইমাম মালেক রহ. এর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ
বিন মাসউদ রাযি. এক ব্যক্তিকে উপদেশচ্ছলে বলছিলেন, তোমরা
এমন এক যুগ পাবে, যে যুগে ফকীহ বেশি ও ক্বারী কম হবে। সে যুগে
কুরআনের হরফ উচ্চারণে খুব বাড়াবাড়ি হবে। ভিক্ষুক কমে যাবে, দাতা
বেড়ে যাবে। নামাজ দীর্ঘ হবে, খুৎবা সংক্ষিপ্ত হবে। সে যুগে মানুষ

আমলকে কৃপ্রবৃত্তির ওপর প্রধান্য দিবে। আরেক যুগ এমন আসবে, যে যুগে ফকীহ কম হবে, ক্বারী বেশী হবে। কুরআনের হরফের ব্যাপারে খুব যত্নবান হবে; তবে তার সীমা লঙ্ঘন করবে। ভিক্ষুক বেড়ে যাবে, দাতা কমে যাবে। খুৎবা দীর্ঘ হবে, নামাজ সংক্ষিপ্ত হবে। আমলের চেয়ে প্রবৃত্তির চাওয়া প্রাধান্য পাবে।^{৮৮}



দীনি বিষয়ে গলদ ব্যক্তিচিত্তার অপপ্রয়োগ

عن عبد الله رضى الله عنه قال: لا يأتي عليكم عام الا وهو شر من الذي كان قبله أما انى لست اعنى عاما اخصب من عام ولا اميرا خيرا من امير ولكن علمائكم وخياركم وفقهائكم، يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفاء، ويجئ قوم يقيسون الامر برأئهم.

‘হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, আগত বৎসর পূর্বের বৎসরের তুলনায় খারাপ হবে। আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আগত বৎসর পূর্বের বৎসরের থেকে উৎপাদনে অধিক উর্বর হবে। এক আমীর অন্য আমীর থেকে উত্তম হবে; বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, আলেম, নেককার ও ফকীহগণ একে একে বিদায় নিয়ে যাবেন। তোমরা এঁদের স্থালাভিষিক্ত কাউকে পাবেনা। এবং (দুর্ভিক্ষের এ সময়ে) এমন কিছু লোক আসবে, যারা মানুষকে নিজের মতো করে মাসআলা বলবে (শরয়ী দলীল-প্রমাণের তোয়াক্কা করবে না)।^{৮৯}

৮৮. মুয়াত্তা মালেক: ১৬০

৮৯. সুনানে দারিমী: ১/৫৮



নতুন কিছু আবিষ্কারক বনে খ্যাতি অর্জনের লালসা

عن زيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط هلك المرتابون! قال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثُر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره! فإياكم وما ابتدع! فإن ما ابتدع ضلالة وأحذركم زيغة الحكيم! فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني - رحمك الله - إن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وإن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى! اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات (وفي رواية: المشتبهات) التي يقال لها: ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا.

‘ইয়াজিদ বিন উমাইরাহ রহ.-যিনি হযরত মুআজ রাযি. এর শাগরিদ-
তিনি বর্ণনা করেন, হযরত মুআজ রাযি. যখনই নসিহত করতে বসতেন
তখন একথাগুলো অবশ্যই বলতেন-আল্লাহ তাআলা ফয়সালাকারী,
ইনসাফকারী। যে ব্যক্তি এতে সন্দেহ করবে সে ধ্বংস হবে। মুআজ
রাযি. একবার বলেন, তোমাদের পরে অনেক ফিৎনার উদ্ভব হবে। সে
যুগে সম্পদের প্রাচুর্য হবে। কুরআন কারীম সবার জন্য উন্মুক্ত হবে,
যা দ্বারা মুমিনও প্রমাণ পেশ করবে, মুনাফিকও প্রমাণ পেশ করবে।
পুরুষ ও প্রমাণ পেশ করবে, নারীও প্রমাণ পেশ করবে। ছোট-বড়,
স্বাধীন-পরাধীন সবাই প্রমাণ পেশ করবে। সেদিন দূরে নয় যে, কেউ
বলে বসবে, ‘মানুষের কী হলো? আমি কুরআন পড়েছি; তবু কেনো

মানুষ আমার অনুসরণ করছে না? (সে ভাববে) মানুষ ততক্ষণ আমার অনুসরণ করবে না যতক্ষণ না আমি তাদের সামনে নতুন কোনো বিষয় পেশ করি! (হযরত মুআবিয়া রাযি. বলেন) সুতরাং (দীনের মাঝে) নতুনত্ব আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ এমন নতুনত্ব পথ ভ্রষ্টতা। আমি তোমাদের আলেমদের পদস্থলনের ব্যাপারে সাবধান করছি। কেননা, শয়তান কখনো আলেমের মুখ দিয়েও বিভ্রান্তিমূলক কথা বের করে। আবার কখনো মুনাফিকও সত্য কথা বলে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি মুআবিয়া রাযি. কে বললাম, আমি কিভাবে বুঝবো যে আলেম ভ্রান্ত কথা বলছে এবং মুনাফিক সত্য কথা বলছে? (হক-বাতিল চেনার মাপকাঠি কী হবে?) তিনি বললেন, হ্যাঁ! (আমি বলছি) আলেমের সন্দেহযুক্ত এমন কথা থেকে বিরত থাকো যে ব্যাপারে (সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের পক্ষ থেকে) বলা হয় ‘এটা কেমন কথা?’ (এমন হলে বুঝে নাও—এটা ভুল) তবে শুধু এই ভুলের ওপর ভিত্তি করে তাঁর থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না। কারণ, হতে পারে তিনি নিজের ভুল থেকে ফিরে এসেছেন! (হ্যাঁ, সত্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরও যদি সে নিজের ভুলের ওপর অবিচল থাকে—তাহলে এমন ব্যক্তি আলেম নয়। (বরং মূর্খ জাহেল।) আর সত্য কথা যে কারো থেকে শোনো, তা গ্রহণ করো। কারণ—হক আলোকময়।”৯০



কুরআনের মুহকাম আয়াত বর্জন করে মুতাশাবেহ আয়াতের অনুসরণ

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم } هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات { وقرأ الى : وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فأحذروهم.

‘হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবীজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا
أُولُو الْأَلْبَابِ

“তিনিই আপনার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন যার কিছু আয়াত মুহকাম....কিছু জ্ঞানীগণ ব্যতীত কেউ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না।”

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি দেখবে-মুসলিমের বর্ণনায়- তোমরা দেখবে সেসব লোককে, যারা কুরআনের মুহকাম আয়াত ছেড়ে মুতাশাবেহ আয়াতের অনুসরণ করছে-ধরে নিবে তারাই সেই সব লোক (বাঁকা হৃদয়বিশিষ্ট বলে) আল্লাহ যাদের নাম করেছেন। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থেকো।”^{৯১}

পূর্ণ আয়াতটি হলো-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

“তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে

৯১. মিশকাত শরীফ:২৮

সুগভীর, তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নরা ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।”^{৯২}



উদরপূর্তি ও নির্বুদ্ধিতার ফল সুন্নাহ অস্বীকার

عن مقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن! فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه! وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله...

‘হযরত মিকদাদ বিন মাদীকারুবা রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে তার অনুরূপও। (অনুসরণীয় অহী) এবং আরো (দেওয়া হয়েছে যাকে “সুন্নাহ” বলা হয়)। জেনে রাখো! অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন কোনো উদরপূর্ণ লোক স্বীয় গদিতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনকেই গ্রহণ করো। তাতে যা কিছু হালাল পাবে তা হালাল মনে করবে এবং যা হারাম পাবে তাকে হারাম মনে করবে! (কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাহর আশ্রয় নেবে না) অথচ (এটা সোজাসাপ্টা বিষয় যে) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেকই হারাম করেছেন।) তাই রাসূল স. যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তার মতোই অনুসরণযোগ্য। (তবে অহংকার ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এ সহজ বিষয়টা তারা বুঝতে অক্ষম)।

৯২. সূরা আলে ইমরান : ৭

দীনি বিষয়ে ঘুষ বিনিময়

عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خذوا العطاء ما دام عطاء فاذا صار رشوة في الدين فلا تأخذوه و لستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة. ألا ان ربحي الاسلام دائرة فد وروا مع الكتاب حيث دار ألا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا انه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم ان عصيتموهم قتلوكم وان أطعتموهم أضلوكم! قالوا: يا رسول الله كيف نصنع ؟ قال : كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله.

‘হযরত মুআয রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাদিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করো যতক্ষণ পর্যন্ত তা হাদিয়া থাকে। তবে যখন তা দীনি বিষয়ে ঘুষের লেন-দেন হিসেবে আদান-প্রদান করা হয়-তখন তা কবুল করো না। তবে (মনে হয় আমজনতা) তা বর্জন করবে না। কারণ দারিদ্র্য তোমাকে বাধ্য করবে। জেনে রাখো! নিশ্চয় ইসলামের চাকা সর্বদা ঘূর্ণায়মান। সুতরাং আল্লাহর কিতাব যদিকে নির্দেশ করে তা মান্য করে চলো (তাকে নিজের মনমতো পরিচালনা করো না)। জেনে রাখো! অচিরেই কিতাবুল্লাহ ও শাসকশ্রেণি পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি আল্লাহর কিতাব ছেড়ো না। জেনে রাখো! অচিরেই তোমাদের ওপর এমন শাসক নিয়োগ করা হবে, যারা নিজেদের জন্য যা নির্বাচন করবে অন্যের জন্য তা নির্বাচন করবে না। তোমরা যদি তাদের অবাধ্য হও তাহলে তোমাদেরকে হত্যা করবে আর যদি তোমরা তাদের বাধ্য হয়ে যাও তাহলে (দীনহীনতার কারণে) তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, হে আল্লাহর

রাসূল! এমতাবস্থায় আমরা কোন পদ্ধতির অনুসরণ করবো? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই পদ্ধতির অনুসরণ করবে যা হযরত ঈসা আ. এর সহচরগণ করেছেন। তাদেরকে করাত দ্বারা চিরে ফেলা হয়েছে, গুলে চড়ানো হয়েছে, (তবুও তারা দীনের পথে অটল-অবিচল ছিল) আল্লাহর আনুগত্যে জীবন দেওয়া উত্তম, তাঁর অবাধ্যতা করার চেয়ে।”^{৯৩}



নামাজ পড়ার কারণে লজ্জা দিবে

ستكون الفتنة يفارق الرجل فيها اخاه واباه تطير الفتنة في قلوب الرجال منهم الى يوم القيامة حتى يعير الرجل فيها بصلاتها كما تعير الزانية بزناها.

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন এক যুগ আসবে যে, মানুষ নিজের ভাই ও পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং তাদের কারো কারো অন্তরে ফিৎনা কেয়ামত পর্যন্ত আসন গেঁড়ে নেবে। ফলে মানুষকে নামাজ পড়ার কারণে এমনভাবে লজ্জা দেবে যেভাবে কোনো ব্যাভিচারিনী নারীকে তার অপকর্মের কারণে লজ্জা দেওয়া হয়ে থাকে।’^{৯৪}



সাবধান! কালো খেজাব থেকে

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.

৯৩. তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৫/২২৭, কানযুল উম্মাল: ১/২১৬

৯৪. কানযুল উম্মাল: ১১/১৮, হাদিস নং: ৩১১৩৩

‘হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যমানায় মানুষ কবুতরের পাকস্থলীর মতো নিজের দাড়িকে কালো খেজাব দ্বারা রঙ্গিন করবে। এ জাতীয় লোকেরা জান্নাতের স্রাণও পাবে না।’^{৯৫}



মসজিদে দুনিয়াবী আলাপচারিতার মজমা হবে

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان يقعدون في المساجد حلقا حلقا إنما همتهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة.

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তার আসর বসাবে। সুতরাং তোমরা তাদের সঙ্গে বসো না। কারণ এ জাতীয় লোকদের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার নেই।’^{৯৬}



নির্বোধ লোকের আধিক্য

عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من علامات الساعة ان تعذب العقول وتنقص الاحلام.

‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের আলামতসমূহের একটি হলো, বুদ্ধিমানের সংখ্যা কমে যাবে আর নির্বোধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।’^{৯৭}

৯৫. আবু দাউদ: ৬৬৭

৯৬. আল-মাজামুল কাবীর: ৪/৩, পৃ. ৬৬৫

৯৭. তাবারানী: ১/২৩৭

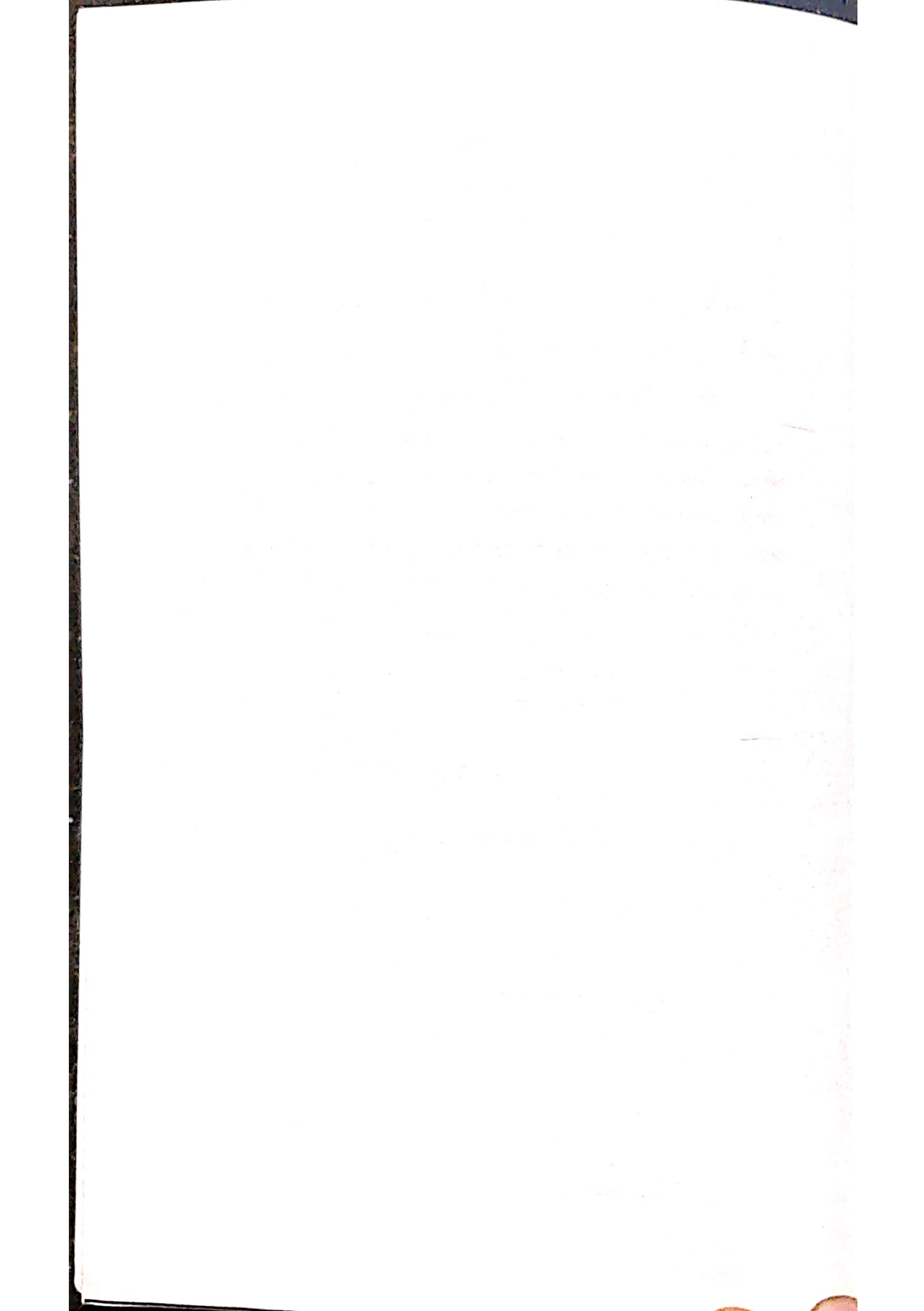


সময়ে বরকত পাওয়া যাবে না

عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالיום ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضمة بالنار.

‘হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের একটি আলামত হলো, সময় সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। এমনকি একটি বৎসর হবে একটি মাসের সমান, মাস হবে সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ হবে দিনের সমান, দিন হবে ঘণ্টার সমান আর সময় ও ঘণ্টা হবে আগুনের একটি শিখা ওঠার সময় পরিমান।’^{৯৮}

৯৮. তিরমিযী, মিশকাত শরীফ: ৪৭০



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

আপনি বর্তমান যুগকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক অনেক উন্নত বলতে পারেন; কিন্তু নৈতিকতা, আত্মিক পরিপক্বতায় এবং ঈমানী সম্পদের বিবেচনায় মানবতার জঘন্যতম যুগ এটা। প্রতারণা, শঠতা, ঠকবাজি, ইতরামি, নষ্টামি, কুফর ও নিফাকের যে ঘূর্ণিঝড় আমাদের চারপাশে বয়ে যাচ্ছে তা মানবতার অস্তিত্বই চরম হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। পৃথিবীতে যাদের পাঠানো হয়েছিল আরশ অধিপতির প্রতিনিধিরূপে তাদেরই ফেতনার তাণ্ডবে আজ ভূ-মণ্ডল প্রকম্পিত হচ্ছে। নভোমণ্ডল কেঁপে উঠছে; জল-স্থল, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতাও যেন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে। মানবতা আজ মুমূর্ষু অবস্থার সন্মুখীন। মানবতার স্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। মরণাপন্ন রোগীর মতো ক্ষণে ক্ষণে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। সার্বিক অবস্থা দেখে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের এ ভাবনা প্রবল হয়ে উঠছে যে, সম্ভবত জগৎসংসার গুটানোর সময় ঘনিয়ে আসছে। এই পুস্তিকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস ভান্ডারের এমন একটি দর্পণ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে এই সময়ের সকল অসঙ্গতির সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠবে। আলেম, ইমাম, খতিব, বক্তা, দাঈ, শাসক, জনতা সবার সংশোধনযোগ্য বিষয়গুলো এতে চিত্রিত হয়েছে। কোনো বিশেষ শ্রেণির ভুল ধরার জন্যে এটা সংকলন করা হয়নি। অভিপ্রায় শুধু এতটুকু যে, আমরা প্রত্যেকেই যেন এ আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে শোধরানোর চেষ্টা করতে পারি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন